CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 March, 2021 ■ আগরতলা, ১৩ মার্চ ২০২১ ইং ■ ২৮ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা তিন

ভারতের আত্মনির্ভরতায় উপকৃত হচ্ছে সমগ্র বিশ্ব, জানালেন প্রধানমন্ত্রী

আহমেদাবাদ, ১২ মার্চ (হি.স.): ভারতের আত্মনির্ভরতায় উপকৃত হয়েছে সমগ্র বিশ্ব। করোনাকালে তা প্রমাণিতও হয়েছে। মানবতাকে মহামারীর সঙ্কট থেকে বাঁচাতে, ভ্যাকসিন তৈরিতে ভারতের আত্মনির্ভরতায় সমগ্র বিশ্ব লাভবান হয়েছে। শুক্রবার "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

দিল্লি থেকে এদিন সকালেই আহমেদাবাদের সবরমতী আশ্রমে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী, সবরমতী আশ্রমে পৌঁছনোর পর মহাত্মা গান্ধীর মূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এরপর সবরমতী আশ্রমের হৃদয় কুঞ্জে গান্ধীজীর মূর্তিতে মাল্যদান করেন প্রধানমন্ত্রী।

ভিজিটরস বুকেও সই করেন মোদী। এদিন সকালেই আহমেদাবাদের অভয় ঘাটের কাছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডান্ডি অভিযানের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে "আজাদি কা অমৃত মহোৎসব" ওয়েবসাইটের শুভসূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'স্বাধীনতার অমৃত মহোৎসবের আজ প্রথম দিন। ২০২২ সালের ১৫ আগস্টের ৭৫ সপ্তাহ আগে শুরু হয়েছে এই মহোৎসব। এই মহোৎসব চলবে ২০২৩ সালের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত। স্বাধীনতা সংগ্রাম, ৭৫-এ ধারণা, ৭৫-এ অর্জন, ৭৫-এ ক্রিয়া ও সমাধান-এই পাঁচটি স্তম্ভ দেশকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা যোগাবে। স্বাধীন ভারতের এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে পেরে আমরা সত্যি ভাগ্যবান।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা যখন ব্রিটিশ শাসনের কথা ভাবি, যখন কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতার অপেক্ষায় ছিলেন, এই ভাবনা স্বাধীনতার ৭৫ তম বছর উদযাপনকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে।

এই শুভ উপলক্ষ্যে বাপুকে আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য। কোনও দেশের ভবিষ্যত তখনই উজ্জ্বল হয়, যখন অতীতের অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্য নিয়ে গর্বের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ভারতের কাছে গর্ব করার জন্য প্রচুর বিষয় রয়েছে, সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে, চেতনাময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে।' মোদী বলেন, 'আমরা এখনও বলে থাকি দেশের লবণ খেয়েছি। লবণ খুব দামি এজন্য আমরা এমনটা বলি না, আসলে লবণ আমাদের মধ্যে শ্রম ও সাম্যের প্রতীক। পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ, প্রতিটি অঞ্চলে স্বাধীনতা আন্দোলনের এই শিখাকে অবিচ্ছিন্নভাবে জাগ্রত করার কাজটি আমাদের সাধু-মহন্ত, আচার্যরা করেছিলেন। স্বামীজী কৃষ্ণ বর্মা স্বাধীনতার জন্য সংঘর্ষ করেছিলেন, ভক্তি আন্দোলনই দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলনের পীঠিকা তৈরি করেছিল।'

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্ঘন্ট পরিবর্তিত, এডিসিতে ভোট ৬ এপ্রিল, গণনা ১০ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের তারিখ ও ভোট গণনার দিন পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত সূচি অনুযায়ী ভোট গ্রহণ হবে আগামী ৬ই এপ্রিল ২০২১ মঙ্গলবার।

সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ভোট গণনা হবে আগামী ১০ই এপ্রিল, ২০২১ শনিবার সকাল ৮টা থেকে। নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হবে আগামী ১৬ই এপ্রিল, ২০২১ শুক্রবার। ইলেকশন কমিশনার ফর ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের সচিব পি ভট্টাচার্য এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে পরিবর্তিত তারিখ সমূহ জানান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গত ২রা মার্চের (২০২১) ঘোষণা অনুসারে আগামী ৪ঠা এপ্রিল ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে নির্বাচন পিছিয়ে দিতে কমিশনের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। ৪ঠা এপ্রিল,২০২১ 'ইস্টার সানডে' হওয়ায় ভোটারদের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে এবং বৃহত্তর অংশের জনগণ যাতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই প্রেক্ষিত বিবেচনা করে কমিশন ভোটগ্রহণ এবং ভোট গণনার দিন পরিবর্তন করে।

উল্লেখ করা যেতে পারে পূর্বে ভোট গ্রহণের দিন নির্ধারিত ছিল ৪ এপ্রিল, ২০২১ এবং ভোট গণনার দিন ছিল ৮ এপ্রিল, ২০২১। ১৩ই এপ্রিল ২০২১ এর মধ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার ঘোষণা করা হয়েছিল।

সোনামুড়ায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে বিবাদের জেরে ছুরিকাঘাতে নিহত যুবক, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১২ মার্চ।। আর্থিক লেনদেনের জেরে ছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছে এক যুবক। ঘটনা সোনামুড়া থানাধীন সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সোনামুড়ার সোনাপুর সীমান্ত গ্রামে ছুরিকাঘাতে এক যুবক নিহত হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ নামের ২২ বছরে এক যুবক ইমান হোসেন নামের আর এক যুবকের কাছে প্রায় ৭ লক্ষাধিক টাকা পাওনা ছিল।শুক্রবার ইব্রাহিম টাকার জন্য সকাল বেলায় ইমানের বাড়িতে যায়।সেখানে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। একসময় এই কথা কাটাকাটি বিরাট আকার ধারণ করে। ইমান ইব্রাহিমের বুকে ছুরি চালায়।

ছুরিকাঘাতে ঘটনা স্থলে রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে সে।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকার মানুষজন ছুটে আসে। অভিযুক্ত ইমানকে হাতেনাতে ধরে উত্তম-মধ্যম দিয়ে সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। এদিকে ছুরিকাঘাতে নিহত ইব্রাহিম এর মৃতদেহ সোনামুড়া হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। ময়নাতদন্ত করার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে শিব চতুর্দশী মেলায় সর্বনাশা জুয়ার আসর পুলিশ নীরব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ মার্চ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তির বাজারে ঐতিহ্যবাহী শিব চতুর্দশী মেলায় চলছে সর্বনাশা জুয়ার রমরমা আসর। বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গা আনয়নের মধ্যদিয়ে আশ্রমটিলা শিব চতুর্দশী মেলার শুভআরম্ভ হয়। মেলাতে চলেছে রমরমা সর্বনাশা জোয়ার আসর। বৃহস্পতিবার রাত থেকেই শুরু হয় জুয়ার আসর।

জানাযায় শান্তির বাজার থানার পুলিশকে ম্যানেজ করেই চলছে এই জুয়ার রমরমা ব্যবসা। এস ডি পি ও নিরুপম দত্ত সবকিছু জেনে শুনেও জুয়াড়ি দের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না বলে অভিযোগ মিলেছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে শুরু হয়েছে জুয়ার রমরমা ব্যবসা। বৃহস্পতিবার রাতে আশ্রমটিলাতে শিবচতুর্দশী মেলার সূচনা হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় জুয়ার আসর। আজ মেলার দ্বিতীয় দিনেও বসেছে এই জুয়ার আসর বসেছে। মেলায় ঘুরতে এসে জুয়ার প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বশান্ত হয়ে ঘরে ফিরছে অনেকেই। এ নিয়ে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে আরক্ষা প্রসাশন। মন্দির চত্বরে আরক্ষা প্রসাশনের লোকজনেরা

দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ার পাহাড়ী জনপদে ডায়রিয়ার প্রকোপ, মৃত্যু এক, ঘরে ঘরে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মার্চ।। একদিকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ বিভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় চলছে প্রচার। অন্যদিকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসীদের যারা সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এখনও রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা পৌঁছেনি বা এই গ্রামের খবর রাখেনি। এমনই একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাড়ার নাম হল কৃষ্ণমণি রিয়াল চৌধুরী পাড়া। ৪৮ মাইল এলাকায় ওই পাড়ায় ডায়রিয়ার প্রকোপ। আর এই ডায়রিয়ার প্রকোপের ফলে মারা যায় ওই এলাকার এক যুবক এবং ডায়রিয়ায় আক্রান্ত আরো অনেক।

শুধু তাই নয় মৃত যুবকের শিশুকন্যাসহ তার স্ত্রীও ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে শোচনীয় অবস্থায়। খবর নেই এই এলাকার তথা তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকের। উনি শুধু ব্যস্ত নিজের প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে। এলাকা থেকে উনাকে কোনভাবেই খবরা খবর দেওয়া যায়নি। শুধু তাই নয় ওই এলাকায় কর্মরত এম পি ডব্লিউ, আশা কর্মীরাও এক প্রকার হাল ছেড়ে বসে আছেন।

জানা যায় মৃত যুবকের নাম অর্থ জয় রিয়াং। সে তার শ্বশুর বাড়িতেই থাকতো। তার এই অসুস্থতার খবর পেয়ে কৈলাসহর স্থিত তার পিতা চিকিৎসা করানোর জন্য কুলাই হাসপাতলে নিয়ে যাওয়ার পথেই সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। পরবর্তী সময়ে এই অসহায় পিতা মৃত ছেলেকে তার নিজ বাড়ি কৈলাসহরে নিয়ে যায়। অন্যদিকে মৃত যুবকের স্ত্রী খিরাবতী রিয়াং (২৫) ও তার ৭ বছরের শিশু কন্যা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে হীরা প্লাস বানিয়েছে রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। কোনও রাজ্যের উন্নয়নের সূচক সাধারণত স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, পরিকাঠামোগত উন্নয়নের উপর ভিত্তি করেই তৈরী হয়। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা এই সকল ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নের দিশায় দ্রুত গতিতে চলছে। যার সুফলগুলি রাজ্যের গ্রাম-শহর সকল অংশের জনগণ উপভোগ করতে পারছেন। আজ টাউনহলে স্বাস্থ্য দপ্তরের ৫টি কর্মসূচির উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী যে ৫টি কর্মসূচির উদ্বোধন করেন সেগুলি হল- মুখ্যমন্ত্রী মিশন দৃষ্টি, আগরতলা পুরনিগম এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে সাবসেন্টার স্থাপন, আশাকর্মীদের মার্টফোন প্রদান, এ এন এম কর্মীদের অনমোল ট্যাবলেট প্রদান এবং কিশোরী সূচিতা অভিযান। উদ্বোধকের ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গত তিন বছর ধরে জনগণের কল্যাণে যে সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে সেগুলি মডেল ত্রিপুরা গড়ার উদাহরণ হিসেবে স্থাপন করেছে। গত ৯ মার্চ সরকারের ৩ বছর পূর্তিকালে রাজ্যের জনগণের সামনে মডেল ত্রিপুরার ভিতগুলি তুলে ধরা হয়েছে। কারণ বর্তমান রাজ্য সরকার জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যকে হীরা বানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার তিন বছরের মধ্যে রাজ্যকে হীরা প্লাস বানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর মার্গদর্শনেই এটা সম্ভব হয়েছে। রাজ্যের জনগণকে এখন বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার জন্য কোনও ধরণের আন্দোলন করতে হয়না। বিগত দিনে দেখা গেছে ত্রিপুরাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। ত্রিপুরার জনগণের মধ্যে যে পারদর্শিতা এবং কাজ করার মানসিকতা ছিল তা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজটিলায় বাড়িতে ঢুকে লুটপাট চালাল দুস্কৃতিকারীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কলেজটিলায় বৃহস্পতিবার রাতে দুর্বৃত্তরা এক অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধা সরকারি কর্মচারী মহিলার বাড়িতে হামলা ও লুটপাট চালিয়েছে। আক্রান্ত নাম ভারতী রায়।

রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন কলেজ টিলার এক বৃদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর বাড়িতে গতকাল রাতে দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। মহিলাকে মারধর করে নগদ টাকা পয়সা নিয়ে গেছে। একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে নিয়ে গেছে বলেও জানিয়েছেন বৃদ্ধা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় গতকাল রাতে তিন জন দুর্বৃত্ত মহিলার বাড়িতে ঢুকে একটি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বলে। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বৃদ্ধা স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করলে তাকে মারধর করা হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণের ভয়ে তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। আলমারি থেকে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই বাংলাদেশী নাগরিকের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন, চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে মানসিকভাবে অসুস্থ আরও ২২ জনকে

আগরতলা, ১২ মার্চ (হি. স.)।। বাংলাদেশ-র স্বাধীনতার ৫০ বর্ষ পূর্তি-র প্রাককালে ভারতের সাথে সম্পর্কের সৌভ্রাতৃত্বের পরিচয় বাহক হিসেবে আজ দুই বাংলাদেশী নাগরিককে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। আগরতলায় আখাউড়া ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে সমির মজুমদার ও শালীনতারা বেগম আজ পরিবারের কাছে ফিরে গেছেন। এই আনন্দঘন মুহূর্তে আগরতলাস্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার মহম্মদ জুবায়েত হোসেন ভারত সরকার ও ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাথে ওই দুই পরিবারের সদস্য-রাও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। এদিকে, আগরতলায় আরও ২২ জন বাংলাদেশী নাগরিক মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদেরও ক্রমান্বয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে প্রক্রিয়া নেওয়া হবে।

আজ সমির মজুমদারকে তার ছোট ভাই আমির মজুমদার এবং শালীনতারা বেগমকে তাঁর ভাই জয়নাল আবেদিন দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন। আমির মজুমদার জানিয়েছেন, ৮ বছর পূর্বে তার ভাই সমির মজুমদার ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গা থানাধীন ঝুমারকান্দা এলাকায় নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না জানিয়ে কোথাও চলে যান। এরপর থেকে তাকে অনেক জায়গায় খোঁজাখুঁজি হলেও কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। অনেকদিন বাদে বাংলাদেশ স্থিত ভারতীয় দূতাবাস থেকে ভাইয়ের খোঁজ খবর পেয়েছি। এরপরই যাবতীয় আইনি বিষয় মিটিয়ে আজ বড় ভাইকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এজেন্সির মাধ্যমে লোক নিয়োগ ইস্যুতে তরজার লড়াই

বেকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল ঃ বিরোধী দলনেতা

আগরতলা, ১২ মার্চ (হি. স.)।। ত্রিপুরায় আউটসোর্চিং-র মাধ্যমে লোক নিতে এজেন্সি নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানালেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্ত খুবই বিপদজনক ও সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং বেকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। সাথে তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রকল্পে এমন চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

আজ তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, সম্প্রতি ত্রিপুরা সরকারের কর্ম বিনোয়োগ দফতরের সচিব বিভিন্ন দফতরে লোক নেওয়ার জন্য এজেন্সি নিয়োগে এক মেমোরেন্ডাম জারি করেছেন। সেই মেমোরেন্ডাম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় ৭টি শ্রেণী-তে ৮৬টি-র অধিক সুনির্দিষ্ট পদে সরকারি চাকুরীর সুযোগ রয়েছে। কিন্তু, ওই পদে সরাসরি নিয়োগের বদলে এজেন্সি-র মাধ্যমে নিযুক্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

তিনি জানান, সমস্ত বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে অষ্টম শ্রেণী

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আউটসোর্চিংয়ের বিধান বামেরাই তৈরী করে রেখে গেছে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ১২ মার্চ (হি. স.)।। আউটসোর্চিং-র বিধান বামেরাই তৈরী করে রেখে গেছে। অথচ, আজ শুধুমাত্র এডিসি নির্বাচনে যুব সম্প্রদায় এবং বেকারদের বিভ্রান্ত করার জন্য বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার মিথ্যা ও অসত্য বক্তব্য রেখেছেন। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের আউটসোর্চিং-এ লোক নিতে এজেন্সি নিয়োগের বিষয়ে বক্তব্যের খন্ডন করে এ-কথা বলেন শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর কথায়, ২০১১ সালে আইন তৈরী করেছে বামফ্রন্ট সরকার। তাতে, আউটসোর্চিং বিধান রয়েছে। ২০১৭ সালে পুণরায় আইন সংশোধন করা হলেও, আউটসোর্চিং বাদ দেয়নি মানিক

সরকারের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার। তাঁর সাফ কথা, কোন স্থায়ী পদে ত্রিপুরা সরকার আউটসোর্চিং-র মাধ্যমে লোক নিয়োগ করবে না।

আজ সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার দাবি জানান, ত্রিপুরায় আউটসোর্চিং-র মাধ্যমে লোক নিতে এজেন্সি নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হোক।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাড়িতে ঢুকে ৯ম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। বিশালগড় এর লেম্বুতলি পঞ্চায়েতের সরকার পাড়ায় শুক্রবার পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে প্রতিবেশী এক লম্পট ঘরে ঢুকে কন্যাসম নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীকে ধর্ষনের চেষ্টা করে।

সামাজিক অবক্ষয়ের আরো এক নিকৃষ্টতম ঘটনা ঘটলো শুক্রবার। মা বাবার অনুপুস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকে নবম শ্রেণীর স্কুল পড়ুয়াকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে৫৫ বছরের এক লম্পট প্রতিবেশী।ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিশালগড় থানাধিন কমলাসাগর বিধানসভার অন্তর্গত লেম্বুতলী পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের নেপাল সরকার পাড়া এলাকার জহরলাল সরকার (৫৫) তার প্রতিবেশী এক নবম শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করে। নাবালিকা ছাত্রীর চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে তাকে কোনোক্রমে সম্ভ্রমহানির হাত থেকে রক্ষা করেন।

জানা যায়,এই সময় নাবালিকা ছাত্রীর মা রেগার কাজে গিয়েছিলাম এবং বাবা দিনমজুরের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ১৫২ ◘১৩ মার্চ ২০২১ ইং ◘২৮ ফাল্গুন ◘ শনিবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত

কাজের জগৎ ক্রমশ কঠিন হইয়া উঠিতেছে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি কর্মসংস্থানের সুযোগকে আরো সংকুচিত করিয়াছে। বহু শিল্প কলকারখানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নতুন করিয়া শিল্প কলকারখানা স্থাপনের তেমন কোনো উদ্যোগ পরিলক্ষিত হইতেছে না। সরকারি দপ্তর গুলিতে ও কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিয়াছে সরকার।সরকারি-বেসরকারি সব ক্ষেত্রেই কর্ম সংকোচন নীতি গ্রহণ করিবার ফলে মানুষের কাজের অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে। তাহাতে বেকার সমস্যা দিনের পর দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতেছে। একথা অনস্বীকার্য যে,

ভারতের ন্যায় বৃহৎ একটি দেশের সর্বত্র কাজের জোগান সারা বছর সমান থাকিবে, তাহা সম্ভব নয়। সেই কারণে দেশের সব জায়গাতেই শ্রমিক চাহিদায় তারতম্য দেখা দেয়। স্বভাবতই, খেটে-খাওয়া মানুষের দল দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলিয়া যান। কাজের জগতে এমন অবস্থায় আমাদের দেশে যে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা অবশ্যম্ভাবী। অথচ,

তাহারা অর্থনীতির একটা গরিষ্ঠ অংশ জুড়িয়া থাকিলেও অদৃশ্যই রহিয়া গিয়াছেন। অতর্কিত লকডাউনে তাঁহারা ছিলেন উহ্য। তাহাদের কেউ ট্রেনে কাটা পড়িয়াছেন, কেউ শত শত ক্রোশ হাঁটিতে গিয়া পথশ্রমে মারা গিয়াছেন, কেউ আবার ট্রাক-লরির ধাক্কায় পিষ্ট হইয়াছেন। পরবর্তী সময়ে কেন্দ্র-রাজ্য কেউই তাহাদের সম্পর্কে ঠিক পরিসংখ্যান পেশ করিতে পারেনি। ভোটের প্রাক্কালে নেতৃবর্গের দ্বারা তাহারা নানা আশ্বাস পান এবং ভোটের পরে প্রান্তিক শ্রেণিরূপে সকলের অগোচরেই থাকিয়া যান।

তবুও এই বৃহৎ শ্রেণিটিকে নিয়া সরকারি স্তরে কোনও পরিকল্পনা রচিত হয় না। লকডাউনে এই শ্রেণির অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার খবরে সরকার নড়িয়া চড়িয়া বসিল কি? রিয়েল এস্টেট-এর দাম চড়া রাখিতে মানবসম্পদের এই অবমূল্যায়ন। পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত সরকার নগর পরিকল্পনার সময় শ্রমিকদের আবাসের কথা মনেই রাখে না। রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে অংশ নিয়াও তাহারা

ব্রাত্যই থাকিয়া যান।

কেমন করিয়া অদৃশ্য হয়' পরিযায়ী শ্রমিকদের মাথার উপর ছাদ না থাকার মর্মান্তিক অবস্থা তাহার প্রমাণ। তাহাদের সেবা বা পরিষেবাটা আমাদের, তথাকথিত ভদ্র সমাজের, খুবই দরকার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তাহারা কোথায় থাকিবেন, তাহাদের পরিবারের, শিশুদের অবস্থা কী, নূনতম পরিষেবা তাঁহারা পান কি না, এ সব কেউ মাথা ঘামান না।অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, বাধ্য হইয়া পশুর অধম জীবন যাপন করেন তাহারা। মনে করাইয়া দেওয়া হয় যে, যেটুকু সুবিধা তাঁহারা পাইতেছেন, তাহা-ই অনেক। তাই খালপাড়ে পলিথিন টাঙাইয়া তৈরি হয় তাহাদের ঘর, ফুটপাত হয় ঠিকানা, পুলের তলায় চলে সংসার। যে গণতন্ত্র, মৌলিক অধিকারের আমরা গর্ব করি, এই মানুষগুলোর জীবনে সেটা কতটা কার্যকর, তাহার কোনও হিসেব নেই। তাহারাই কিন্তু প্রকৃত ভারত। মহাকাশে উপগ্রহ উৎক্ষেপণ, বা ক্রিকেটে ভারতের জয় এ সবের থেকেও বেশি জরুরি অসহায় মানুষগুলোর মাথার উপর ছাদ, পেটে দুটো খাবার আর লজ্জা নিবারণের বস্ত্র। সরকার এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে শ্রমিক মেহনতি অংশের মানুষের জীবন-জীবিকা আরও দুর্বিষহ হইয়া উঠিবে।

শুভেন্দু অধিকারী কি জমানত রাখতে পারবেন , প্রশ্ন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : "শুভেন্দুবাবু যতই বলুক উনি নিজেও জানেন যে উনি জমানত রাখতে পারবেন কি না, জয়ের কথা তো পরে।" শুক্রবার তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে এই মন্তব্য করেন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি বলেন, "যেদিন থেকে তৃণমূলের সমস্ত সুবিধা ভোগ করে তিনি বিজেপিতে যোগ দিলেন, সেদিন থেকেই তিনি সিপিএম, কংগ্রেসের স্তুতি করছিলেন, নন্দীগ্রামের প্রার্থীকে তিনি ডেকে আনেননি তো?" পাশাপাশি এদিন বিজেপি নেতার মানসিক অবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন পার্থবাবু। দাবি করেন, শুভেন্দু অধিকারী যা করছেন, তা সুস্থ মানুষের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, নন্দীগ্রামে ভোট ১ এপ্রিল। গত ১০ তারিখ সেখানে গিয়ে হলদিয়ায় মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পেশ করেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিকে, পূর্বসূচি অনুযায়ী শুক্রবার মনোনয়ন পেশ করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। হলদিয়া এসডিও অফিসে মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি দাবি করলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তিনি হারাবেনই। শুক্রবার মনোনয়ন পেশ করেন নন্দীগ্রামের বাম প্রার্থী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ও। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বিয়েবাড়ি যাওয়ার পথে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত ৩

কুলগড়িয়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : শুক্রবার ভোরে পূর্ব বর্ধমান দু নম্বর জাতীয় সড়কে আচমকা এক দুর্ঘটনা ৩ জন মারা যান। বর্ধমান জেলার গলসির কুলগড়িয়ার কাছে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক দম্পতির। তাঁদের এক আত্মীয় মারা গিয়েছেন। তাঁরা একটি গাড়িতে ছিলেন। গাড়ি চালাচ্ছিলেন ওই দম্পতির ছেলে। ঘটনায় তিনি গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় পাঠানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, পূর্ব বর্ধমানের গলসির কুলগড়িয়া চটি এলাকায় দু নম্বর জাতীয় সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম শাহবাজ খান ওরফে বাবলু, অঞ্জু খানম, জাহিদ করিম। ঘটনায় গুরুতর আহত যুবকের নাম ফাহিদ খান। তাঁদের সবার বাড়ি বিহারের ভাগলপুর এলাকায়।

পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে নটার সময় একটি চারচাকা গাড়ি নিয়ে বিহারের ভাগলপুর থেকে বেরিয়েছিলেন তাঁরা। কলকাতার তপশিয়া এলাকায় একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তাঁরা। গাড়িতে ছিলেন শাহবাগ, তাঁর স্ত্রী অঞ্জু খানম, ছেলে ফায়িদ এবং তার আত্মীয়ের ছেলে জাহির করিম।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

২১ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁকুড়ায় আসছেন

বাঁকুড়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : নির্বাচনী প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ মার্চ বাকুড়া সফরে আসছেন। শুক্রবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান বিজেপীর রাজ্য সহ সভাপতি তথা বাঁকুড়ার সাংসদ ডা: সুভাষ সরকার। তিনি আরও জানান বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জেলায় নির্বাচনী প্রচারে আসবেন।বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ, উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও বাকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে অংশ নেবেন।

উল্লেখ্য প্রথম দু দফার নির্বাচনে জেলার ১২ টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে।২৭ এপ্রিল প্রথম দফায় জেলার চারটি ও দ্বিতীয় দফায় অর্থাত ১ এপ্রিল জেলার বাকি আটটি আসনে ভোট গ্রহণ করা হবে। লোকসভা ভোটের নিরিখে জেলার বারোটি আসনেই বিজেপি এগিয়ে ছিল।সে কারনে বিজেপি নেতৃত্ব আশাবাদী জেলার বারোটি আসনেই তাদের জয়লাভ নিশ্চিত।সেই লক্ষেই বিজেপি সর্বশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়তে চাইছে।আর সে কারনেই সর্বভারতীয় নেতৃত্ব প্রচারে আসছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

ব্রিটিশ ভারতে প্রখ্যাত ভূবিজ্ঞানী প্রমথনাথ বসু

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ছিল নানা দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় চেতনা বিকাশের পাশাপাশি বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটতে থাকে। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বাঙালির তখন বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। প্রমথনাথ বসুও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বিদেশে পাড়ি দেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে নিজেকে তুলে ধরেন। দেশে ফিরে ভারতীয় শিল্প, বাণিজ্য বিস্তার, বাংলায় বিজ্ঞান চেতনা প্রসারে চেষ্টা করেন। পরাধীন ভারতে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব ভূতত্ত্ববিদ হিসাবে একের পর এক খনিজ সম্পদের আবিষ্কারে। এই আবিষ্কারে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা প্রমথনাথ বসুকে কীভাবে সফলতা এনে দিয়েছিল তা জানলে বিস্মিত হতে হয়।

১৮৫৫ সালে ১২ই মে প্রমথনাথ বসুর জন্ম হয়। শৈশব থেকে এক সুন্দর গ্রামীণ পরিবেশে বড় হতে থাকেন। ৭৫ বছর বয়সে লেখা এক স্মৃতিকথায় তিনি তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেকালে গ্রামবাসীদের আনন্দের অনেক উপকরণ ছিল। দুর্গাপূজা, নৌকবাচ, ছোট ও বড় ঘুড়ি ওড়ান, হাডুডু খেলা ও ডান্ডাগুলি। লেখাপড়া অল্প লোক করত, কিন্তু যাত্রাগান, কথকতা প্রভৃতির দ্বারা রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি ও শিক্ষা অক্ষরপরিচয়হীন স্ত্রী-পুরুষ সকল স্তরের মধ্যে প্রবাহিত হত। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ তখনও দেখা দেয়নি। বাড়ির এক মুসলমান ভৃত্যকে প্রমথনাথ কাকা ডাকতেন। গ্রামের এই আনন্দঘন দিনগুলিতে প্রমথনাথ যোগ দিতেন। বাঙালির সমাজ ও ধর্মানুষ্ঠানের তত্ব তার কিশোর মনে গভীর রেখাপাত করল। উত্তরকালে এই জ্ঞান তার জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল।

প্রমথনাথ বসু সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ফার্স আর্টস দেন। তারপর তিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএসসি ক্লাসে ভর্তি হন। এখানে পড়ার সময় ভূতত্ত্বের পরীক্ষায় পুরস্কার পান এবং রয়্যাল স্কুল অব মাইনস-এও এই বিষয়ে ভালো নম্বর পান। ১৮৭৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রমথনাথ বসুর গিলক্রাইস্ট বৃত্তি শেষ হয়ে গেলে চাকরি না নিয়ে দেশে ফিরে আসা তীর সঙ্গত মনে হল। তাই প্রবন্ধ লেখা, বক্তৃতা প্রদান ও ছাত্র পড়ানো- এই তিন উপায়ে উপার্জন করতে লাগলেন। তখন যাঁরা বিলাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। প্রমথনাথ এখানে পড়াতে আরম্ভ করলেন। এরই কোনও ক্লাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিছুদিন প্রমথনাথের ছাত্র ছিলেন।

ভারতীয়দের ও ভারতের উন্নতি বিধানের জন্য লন্ডনে যে ইন্ডিয়া সোসাইটি সৃষ্টি হয়েছিল তিনি তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। সে সময় ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করায় তখন যে সংকট দেখা দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত ব্যারিস্টার ও ভারত নেতা লালমোহন ঘোষ বিলাতে যান। তখন নানা সভা সমিতিতে তার বক্তৃতার জন্য প্রমথনাথ আয়োজন করেছিলেন। লালমোহনের এই বক্তৃতা কার্যকরী হয়েছিল। প্রমথনাথ নিজেও দেশের মঙ্গলের জন্য উদাহরণসহ ইংরেজ গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্য ও কুশাসনের প্রতিবাদে নানা সভায় বক্তৃতা করেন। ১৮৮০ সালে ১৩ ই মে তিনি ভূতত্ত্ব বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত হয়ে ৩০ জুলাই দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরেই প্রথমনাথ কাজে যোগ দে। কলকাতার ইংরেজি শিক্ষিত অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল সমাজ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেও তাঁর গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা তা মেনে নেয়নি। তাঁদের কাছে সমুদ্রযাত্রা প্রায় ধর্মত্যাগের সমান। তাই তারা প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজি হলেন না। তাঁর পিতা সমাজের এই শাসন শিথিল করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। তাই প্রমথনাথের নিজের গ্রামের প্রতি অভিমান হয়। যদিও এই গ্রাম গৈপুর নতুন যুগের প্রভাব থেকে দূরে ছিল না। পাশের গ্রাম খটুয়া থেকে 'কুশদহ' পত্রিকা নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হত। এতে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কারধর্মী আলোচনা থাকত।

তবে ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে ভারতে ভূতত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কে একটু আলোক পাত করা দরকার। ১৭৭৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী রয়েস সোসাইটির সভ্য রেনেল কর্তৃক বঙ্গ ও বিহারের উৎকৃষ্ট মানচিত্র আঁকা হল। সেই সময় থেকে ভারতের নানা সম্পদ ও ইতিহাসের সন্ধান শুরু হল। রাজ্যশাসনে নানা বিভাগে নিযুক্ত হয়ে যে সব জ্ঞানবান ও কর্মী এদেশে আসতেন তাঁরা বহু উৎখৃষ্ট কর্মেণ ূচনা করেছিলেন। ভারতের জ্যামিতিক মানচিত্র তৈরির জন্য একটি বিভাগ খোলা হলে কর্নেল ল্যাম্পটন তার সার্বে দলের কর্তা হন। এদের সঙ্গে থাকতেন ডাক্তার ও ভূতত্ত্ববিদ ডা. ভয়সে তা হতেই ভারতে খনিজ সম্পদের সূচনা। তারপর অনেক ইংরেজ এদেশে এসে অন্য কাজের ফাঁকে খনিজের সন্ধান করতেন, মানচিত্র সম্বলিত প্রবন্ধ লিখে পরস্পরের অবগতির জন্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ

করতেন। কয়লা ও খনিজের সন্ধানের জন্য ১৮৩৭ সালে একটি কমিটি গঠিত হয়। তারই ক্রমবিকাশ হল ১৮৫১ সালে-র প্রতিষ্ঠা দ্বারা। ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম প্রমথনাথ বসু ভারত হন (১৮৮০ সালে)। যত সহকারে কাজ করার জন্য সাত বছরের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হয়ে ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে উন্নীত হলেন। এই সময় তার কাজ ছিল দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করে খনিজের সন্ধান ও সে সম্বন্ধে মানচিত্র সহ রিপোর্ট প্রদান। শরৎকালের আসতেন বর্ষার শুরুতে। এই সব অভিযানে তার গন্তব্যস্থান ছিল মধ্যপ্রদেশ। নর্মদা নদীর নিম্নাংশের খনিজ সম্পদ, রায়পুর অঞ্চলের লিগনাইট, রায়পুর জেলার পশ্চিমাংশে লৌহ, রায়পুর ও বালাঘাটে আগয়শিলা, জবুলপুরের লৌহ ও ম্যাঙ্গানিজ ঘটিত খনিজ তার সন্ধানে ধরা পড়ল। প্রমথনাথের কাজ খুব মূল্যবান মনে হওয়ায় তাকে ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত মধ্যভারতে পাঠানো হল। বাংলাদেশেও কিছু সন্ধান করলেন তিনি। বরাকর ও রানিগঞ্জ অঞ্চলের অভ্রের স্তর আবিষ্কৃত হল। এ সম্বন্ধে প্রমথনাথের প্রবন্ধ সমূহ প্রকাশিত হতে থাকল। তার পরবর্তী কাজ হল দার্জিলিং অঞ্চে কয়লা আবিষ্কার। সিকিমে আবিষ্কার হল তামার আকর। দক্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু কর্মচারী বলে প্রমথনাথকে পরের বছর ব্রহদেশের নিম্নভাগের খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য পাঠানো হল। ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে এসে তিনি রেওয়া ও তার পূর্বদিকে শ্রায় ২০০০ বর্গমাইল ব্যাপী স্থানে খনিজের সন্ধান করলেন। এর মধ্যে তিনি দু"বছর ছুটি নিলেন। এরপর ১৯০০ সাল পর্যন্ত এই কাজ চলল। তারপর অসমের খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়েও অনুসন্ধান হল।

খাসিয়া উপত্যকায় কিছু তেল বের হতে দেখা গেল। ১৯০১ সালে প্রমথনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে ভূতত্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯০৩ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন। তার বক্তৃতায় এবং ভূবিদ্যার প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শনে বহু মেধাবী ছাত্র এই বিদ্যার দিকে আকৃষ্ট হন। ভূতত্ত্ববিদ হিসাবে প্রমথনাথের আবিষ্কারও ছিল চিত্তাকর্ষক। ১৯০৩ সালের শেষ দিকে তিনি ময়ুরভগ রাজ্যের খনিজের অধিকর্তা নিযুক্ত হন। পূর্ব অভিজ্ঞতায় শীঘই রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উৎকৃষ্ট লৌহ খনিজ আবিষ্কার করলেন। প্রমথনাথের এই আবিষ্কারের বিবরণ ১৯০৪ সালের ১৪ই অক্টোবর স্টেটসম্যানে এবং ৩রা ডিসেম্বরে এ প্রকাশিত হয়। স্থানীয় অধিবাসীরা এই লৌহ খনিজ হতে ছোট ছোট চুল্লি দ্বারা লোহা প্রস্তুত করত। সেই লোহা দিয়েই দা, কুড়ুল, তির ও লাঙ্গলের ফলা প্রস্তুত করত। তা দেখেই প্রমথনাথ এই খনিজের আভাস পান এবং তার ভূতত্ত্ববিদ্যা প্রয়োগ করে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার করেন।

টাটার লোহার কারখানা স্থাপনেও প্রমথনাথ বসুর ভূমিকা ছিল। ভারতে লোহার কারখানা খোলার বিশেষ ইচ্ছে হওয়ায় বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামশেদজি টাটা নিজে আমেরিকায় গিয়ে একটি কোম্পানি হতে পর পর দুজন বিশেষজ্ঞ, ওয়েল্ড ও পেরিক্কে-কে নিয়ে এসেছিলেন। অনেক খুঁজে তীরা মধ্যভারতে চান্ডাল লৌহ খনিজ ও কয়লার সন্ধান পেয়েছিলেন কিন্তু তা যথাযোগ্য বিবেচিত হল না। টাটারা আশা ছাড়লেন না। এমন সময় জামশেদজির পুত্র ডোবরজি দ্রগ জেলায় উৎকৃষ্ট লৌহ খনিজের বিবরণ নাগপুরের জাদুঘরে একটি মানচিত্রে দেখতে পান। ওই মানচিত্রে প্রাপ্ত বিবরণ অনুসরণ করে তিনি জানতে পারেন যে গভর্নমেন্টের ভূতত্ত্ববিদ প্রমথনাথ বসু প্রায় ১৫ বছর আগে তা আবিষ্কার করেছেন। তৎক্ষণাৎ ওয়েল্ডকে নিয়ে তিনি ধল্লী ও রাজহরা পর্বতে চলে যান। ১৯শে মে, ১৯০৪ সালে জামশেদজির মৃত্যু হয়। এই শোকসংবাদের আঘাত কাটিয়ে উঠেই টাটারা প্রমথনাথ বসুর কাছ থেকে এক পত্র পেলেন। পত্রে ছিল আবিষ্কৃত লৌহ খনির বিবরণ। পরে টাটারা ময়ুরভঞ্জে গেলে প্রমথনাথ তাদেরকে খনিতে নিয়ে গিয়ে সব দেখান। ফলে প্রমথনাথের মধ্যস্থতায় ময়ুরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জ দেওরের সঙ্গে টাটাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

শ্রমথনাথ ছিলেন রাজার কারিগরি উপদেষ্টা। ধল্লীরাজহররার খনিতে আরো বেশি লোহা ছিল। আর এই খনিজ রয়েছে মাটির উপরের স্তরে, তুলে নিলেই হল। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এইভাবেই কাজ চলেছে। প্রমথনাথের আবিষ্কার, পরামর্শ ও দূরদৃষ্টি টাটাদের বিশেষ পরিপোষক হওয়াতে তারা কৃতজ্ঞতাবশে তাকে এই নতুন কোম্পানিতে বিনামূল্যে কিছু অংশ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু প্রমথনাথ তা গ্রহণ করেননি। তবে তারা জামশেদপুরে প্রমথনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এই বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদকেও ব্রিটিশ সরকারের বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল। অস্থায়ী সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে যোগ দিলেও তার দু"বছর আগে নিযুক্ত গ্রিবাস বিভাগের ডিরেক্টর হলেন (২০/৭/১৮৯৪)। প্রমথনাথ বসু দু"বছর ছুটি কাটিয়ে এলেও তীর প্রমোশন হল না। দ্বিতীয় শ্রেণির ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্ট পদেই থাকলেন।

আত্মমর্যাদা সম্পন্ন প্রমথনাথ ১৯০৩ সালে সরকাবি চাকরি ত্যাগ করেন। কারণ হেনরি হল্যান্ড ভূতত্ত্ববিভাগ তার চেয়ে চাকরিতে ১০ বছরের জুনিয়র হয়েও প্রমোশন পেয়েছিলেন। পদত্যাগের কারণে তিনি পুরো পেনশন পেলেন না। পেলেন তখনকার পুরো বেতনের ১/৩ অংশ মাত্র, অর্থাৎ ৪১৩ টাকা। তবে পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দেশীয় ময়ুরভঞ্জ রাজ সরকারের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্তারূপে নিযুক্ত হন।

স্বদেশ হিতৈষী প্রমথনাথ বসু ডন সোসাইটি এবং সায়েন্স-এ নিয়মিত বক্তৃতা দিতেন। তিনি দীর্ঘ তিরিশ ব্যাপৃত ছিলেন এবং বুঝেছিলেন অর্থনৈতিক উন্নতি ছাড়া ভারতের অগ্রগতি স্বপ্নই থেকে যাবে।(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

কোন কোন অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইবেন রাহুল গান্ধী

আর কে সিনহা

ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা (১৯৭৫ সাল) নিয়ে অকপটেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, জরুরি অবস্থা একেবারে ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। শুধুমাত্র এটাই নয়, কংগ্রেস ও নেহেরু-গান্ধী পরিবারের আরও অনেক অপরাধের জন্য রাহুলকে হয়তো ক্ষমা চাইতে হবে। রাহুল যদি জরুরি অবস্থার পাশাপাশি স্বর্ণ মন্দিরে ট্যাঙ্ক চালানোর পদক্ষেপকেও ভুল আখ্যা দিতেন, এটাই আক্ষেপ রয়ে গেল। তখন রাহুলের ঠাকুমা ইন্দিরা গান্ধী দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৪ সালের ৫ জুন ভয়াবহ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ইন্দিরা। তাঁর ওই সিদ্ধান্তের গেলে দেশভক্ত শিখ সমাজের একটা বৃহৎ অংশ সর্বকালের জন্য দেশের মুখ্যধারা থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। তিনি দেশ ও বিশ্বের কোটি কোটি শিখদের ভাবাবেগকে আঘাত করেছিলেন। ওই দিন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরে পাঠানো হয়েছিল ভারতীয় সেনাকে। সেখানে সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্কও চলতে থাকে। ওই পদক্ষেপকে অপারেশন ব্লু স্টার আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। ওই পদক্ষেপে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোটা দেশ। ইন্দিরা গান্ধীর জেদের কারণে শিখ সম্প্রদায়কে দেশের শত্রু মনে করা হয়েছিল। ওই পদক্ষেপের প্রভাব অনেক দূর পর্যন্ত লক্ষ্য করা গিয়েছিল। দেশজুড়ে হাজার হাজার শিখ ভাই-বোন, বাচ্চাদের ছুটিয়ে চুটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ইন্দিরার প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল শিখরা, কারণ তিনি সেনা পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বর্ণ মন্দিরে সেনা পদক্ষেপ ছাড়া কোনও বিকল্প কী ছিল না? আমার এখনও মনে আছে, আমি যখন আকাশবাণীতে শুনি স্বর্ণ মন্দিরে ঢুকে পড়েছে ভারতীয় সেনা, তখন মনের মধ্যে খারাপ খারাপ চিন্তা আসছিল। সেই খারাপ চিন্তা সত্যি প্রমাণিত হয়েছিল। রাহুল কী কখনও বলবেন, স্বর্ণ মন্দিরে সেনা পদক্ষেপের যে সিদ্ধান্ত তাঁর ঠাকুমা নিয়েছিলেন, তা ভুল ছিল? ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট জেনারেল তৎকালীন ভাইস চিফ প্রাক্তন এস কে সিনহা একবার বলেছিলেন, 'ম্যাডাম গান্ধী যদি আমার কথা মেনে নিতেন, তাহলে স্বর্ণ মন্দিরে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার পড়ত না। এটাই আক্ষেপ!" সামরিক পদক্ষেপের আগে এস কে সিনহাকে নিজের বাড়িতে ডেকেছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। ইন্দিরা তখন রেগেছিলেন। ইন্দিরা যা যা বলছিলেন সিনহা তা মনে দিতে শুনছিলেন। কিছুক্ষন পর ইন্দিরা গান্ধী সিনহাকে বলেন, আমি যা

বললাম আপনি কী শুনেছেন, সিনহা তখন বলেন আমি সব কিছু শুনেছি, কিন্তু আপনি কী চাইছেন? ইন্দিরা বলেন, "আমি যা বললাম, ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাই করুন।" সিনহা তখন ইন্দিরাকে বলেন, কোনও হত্যালীলা ছাড়াই সকলে আত্মসমর্পন করে দেবে। কিন্তু, ইন্দিরা তখন সিনহাকে বলেন, 'আপনি আসতে পারেন।' সবাই জানেন, এরপর জেনারেল বৈদ্যের তত্ত্বাবধানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়েছিল।

রাহুল কী ঠাকুমার এই অপরাধের জন্যও দেশবাসীর কাছে কখনও ক্ষমা চাইবেন? দুঃখের বিষয়, ওই পদক্ষেপের পর ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যা করা হয়েছিল। দেশ এমনিতেই স্তব্ধ ছিল, কিন্তু কংগ্রেসের গুন্ডারা এরপর কীভাবে শিখদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তা গোটা দেশ জানে। রাহুল গান্ধী যে কংগ্রেস দলের নেতা সেই কংগ্রেস দলের অনেক প্রভাবশালী নেতাদের তত্ত্বাবধানে কয়েক হাজার শিখকে হত্যা করা হয়েছিল। রাহুল গান্ধী মাঝেমধ্যেই দেশের বিদেশনীতি নিয়ে আলটপকা মন্তব্য করেন। রাহুলই তাহলে বলে দিন, তাঁর বাবা রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় সেনাকে পাঠানো কী উচিত ছিল? শ্রীলঙ্কায় শান্তি পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত ভারতীয় সেনাবাহিনী ওই মিশনে ১,১৫৭ জন সৈন্যকে হারিয়েছিল। রাজীব গান্ধীর বিদেশ নীতির শিকার হয়েছিলেন তাঁরা। ওই মিশনের পর ভারত ও শ্রীলঙ্কার তামিলরাও রাজীবের শত্রু হয়ে ওঠেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় হল ১৯৯১ সালে হত্যা করা হয়েছিল রাজীব গান্ধীকে।

রাহুলজি সবে তো শুরু হয়েছে, আপনি কী জানেন ১৯৮৪ সালের ২ ও ৩ ডিসেম্বরের রাতে ভোপালে ইউনিয়ন কার্বাইডের ফ্যাক্টরিতে বিষাক্ত গ্যাসে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ বিকলাঙ্গ হয়ে গিয়েছিলেন। ওই সময় কেন্দ্র ও মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেসের সরকার ছিল। আপনি কী জানেন ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান ওয়ারেন অ্যান্ডারসন ১৯৮৪ সালের ৭ ডিসেম্বর ভোপালে এসেছিলেন। তাকে গ্রেফতারের পরিবর্তে দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর নির্দেশে এই কাজ করেছিলেন মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি বি নরসিংহ রাও। এসবই কংগ্রেস দলের কিছু অপরাধ। (লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার শিব চতুর্দশী উপলক্ষ্যে ভক্তদের ভীড় আগরতলা শিব বাড়িতে। ছবি ঃ নিজস্ব

এবার পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ সিবিআই-এর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : এবার আইকোর মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠাল সিবিআই। আগামী সপ্তাহে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের মহাসচিবকে। শুক্রবার তাঁকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

জানা গিয়েছে, আইকোর মামলার তদন্তে নেমে অনুকূল মাইতিকে জেরা করে একাধিক তথ্য পেয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই তথ্যের উপর ভিত্তি করেই পার্থবাবুকে জেরা করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। যদিও তিনি এখনও কোনও নোটিস হাতে পাননি বলে দাবি করেছেন।

প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি আইকোর মামলায় তৃণমূল নেতা মানস ভুঁইএঞাকে নোটিস পাঠায় সিবিআই। জিজ্ঞাসবাদের জন্য অতি শীঘ্রই সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁকে।

সেই সময় সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছিল, আইকোরের একটি অনুষ্ঠানের ভিডিও কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে আসে। সেখানে দেখা গিয়েছিল মানস ভুঁইএঞাকে। তিনি আইকোরের সমর্থনে একাধিক বক্তব্যও রেখেছিলেন। এছাড়াও আইকোর কাণ্ডে একাধিক ব্যক্তিকে জেরা করায় উঠে আসে মানস ভুঁইএঞার নাম। সেই কারণেই তৃণমূল নেতাকে জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত নেন তদন্তকারীরা। সেই সময়ই আরও একাধিক প্রভাবশালীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলে জানিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সোমবার থেকে কলকাতা মেট্রোয় টোকেন চালুর সিদ্ধান্ত স্থগিত

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : আগামী সোমবার থেকে মেট্রোয় টোকেন চালুর কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। অন্যান্য রাজ্যে বাড়তে থাকা করোনা সংক্রমণের জন্য এই সিদ্ধান্ত।

স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সাম্প্রতিকতম বুলেটিন অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৩ হাজার ২৮৫। বৃহস্পতিবার এই সংখ্যা ছিল ২২ হাজারের কিছু বেশি। গত ২৪ ঘণ্টায় মারণ ভাইরাসের বলি ১১৭ জন।

করোনার জন্য গত বছর লকডাউন জারি হয় দেশে। স্তব্ধ হয়ে যায় এরাজ্যের জনজীবন। সমস্ত গণপরিবহণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীতে আনলক পর্যায়ে গত সেপ্টেম্বরে কলকাতায় চালু হয় মেট্রো পরিষেবা। তবে প্রথম দিকে শুধুমাত্র আগে থেকে আসন সংরক্ষণ করে, ই-পাস কিনে তবেই মেট্রো সফর করা যেত। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে মেট্রোয় যাতায়াত সহজ হয়। ই-পাসের বদলে দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্মার্ট কার্ডে যাতায়াত করা যেত। যদিও প্রথমে শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য স্মার্ট কার্ডে যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীতে সকলের জন্যই স্মার্ট কার্ডে যাতায়াতে ছাড়পত্র দেয় মেট্রো রেল।

কিন্তু টোকেন এখনও দেওয়া হচ্ছে না। ফলে স্মার্ট কার্ড না থাকলে মেট্রোয় উঠতে পারছেন না কেউ। সেই কারণে কিছুদিন আগে মেট্রোর তরফে জানানো হয়, ১৫ মার্চ থেকে ফিরবে টোকেন। সেই সিদ্ধান্ত বদল করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, দেশের একাধিক রাজ্যে করোনা সংক্রমণ যে হারে বাড়ছে, সেই কথা চিন্তা করেই আপাতত টোকেন চালু না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেই জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতি ও শুক্রবার — পরপর দু'দিন দেশে লাফিয়ে বেড়েছে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা।

মোর্চায় নয়া মোর, ৪টি আসনে প্রার্থীই খুঁজে পেল না আইএসএফ

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) নিয়ে আজব বিড়ম্বনায় জোট নেতৃত্ব। নিজেদের কোটায় থাকা ৩০ আসনের মধ্যে ৪টি আসনে প্রার্থীই খুঁজে পেল না আব্বাস সিদ্দিকির দল।

তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থীরা ইতিমধ্যে পুরোদমে প্রচার শুরু করে দিয়েছেন। বিজেপি-র প্রার্থীতালিকাও শীঘ্রই ঘোষণা করার কথা। কিন্তু সংযুক্ত মোর্চার সব আসতে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হয়নি। ৪টি আসনে প্রার্থী খুঁজে না পাওয়ায় শেষ মুহূর্তে ওই চারটি আসনে না লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইএসএফ। দলের সভাপতি শিমুল সোরেন প্রার্থীর অভাবের কথা স্বীকারও করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, তিরিশটির বদলে ২৬টি আসনে লড়বেন তাঁরা।

ফুরফুর শরিফের পিরজাদা আব্বাস একটা সময় দাবি করছিলেন, তাঁর দল এবারের নির্বাচনে বাংলায় 'এক্স ফ্যাক্টর' হতে চলেছে। বস্তুত, বামেদের ব্রিগেড সমাবেশে নিজের বহু সমর্থককে হাজির করে চমকও দিয়েছিলেন আব্বাস। এমনকী, আসন রফা নিয়ে আলোচনার শুরুতে অন্তত ৪৪টি আসনে লড়াই করার দাবি বামেদের কাছে জানিয়েছিলেন আব্বাস। বিস্তর জলঘোলার পর, আইএসএফকে ৩০টি আসন ছাড়তে রাজি হয় বামেরা। কংগ্রেস আরও ৭টি আসন ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে বামেরা যে ৩০টি আসন আইএসএফকে ছেড়েছিল, তার সবকটিতে উপযুক্ত প্রার্থীই খুঁজে পায়নি তাঁরা। যার জেরে তিরিশটির বদলে ২৬টি আসনে লড়বে আইএসএফ। নন্দীগ্রাম-সহ আইএসএফের কোটার মোট চারটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বামেরা। প্রথম দফার ভোটের মাত্র ১৫ দিন আগে এ খবর প্রকাশ্যে আসায় বেশ অস্বস্তিতে পড়েছে সংযুক্ত মোর্চা নেতৃত্ব।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ট্যাব না কিনে নবান্নের বরাদ্দ টাকা খরচ হয়েছে অন্য খাতে, পড়ুয়ারা ভয়ে স্কুলে যেতে রাজি নয়

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : অনলাইন পঠনপাঠনের স্বার্থে ট্যাব বা স্মার্টফোন কেনার জন্য উঁচু ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। সেই টাকা ঠিক কাজে লাগানো হয়েছে কিনা, তার প্রমাণ দাখিলের প্রক্রিয়া শুরু হতেই সমস্যার সূত্রপাত হয়েছে।

অনলাইনে পড়াশুনার জন্য রাজ্যের সব উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ট্যাব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর রাজ্যের কয়েক লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দশ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে। সরকারের তরফে থেকে স্কুলগুলোকে বলা হয়েছিল, পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে ট্যাব বা মোবাইল কেনার উপযুক্ত বিল বা ভাউটার নিয়ে, তা যাচাই করে ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট (ইউসি) তৈরি করে শিক্ষা দফতরে পাঠাতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে আমফানে ভেঙে যাওয়া বাড়ির ছাদ সারানো হয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার টাকায়। অথবা, খরচ হয়েছে অন্য কাজে। ফলে, হাতে নেই ট্যাব-মোবাইল কেনার রসিদ। কিন্তু ওই টাকার 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট', অর্থাৎ ট্যাব বা মোবাইল কেনার রসিদ তো জমা দিতেই হবে স্কুলে। ফলে, ভয়ে স্কুলমুখোই হচ্ছে না। এই অবস্থায় তারা আদৌ উচ্চ মাধ্যমিকে বসবে কিনা, স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাই ভেবে পাচ্ছে না। স্কুলমুখো না হলে কীভাবে তারা পরীক্ষার প্রস্তুতি শেষ করবে? আদৌ পরীক্ষায় বসবে তো? প্রশ্ন এটাই। শিক্ষা দফতরের কাছে এই আশঙ্কার কথা জানিয়ে সমাধানসূত্র খোঁজার অনুরোধ জানিয়েছেন একাধিক শিক্ষক সমিতি।

গ্রামীণ এলাকার অধিকাংশ প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, ট্যাব বা মোবাইলের টাকা অ্যাকাউন্টে ঢোকার পর দরিদ্র বহু ছাত্রছাত্রী তা কেনেনি। এবার বিল জমা দিতে বলা হলে তারা ভয়ে স্কুল পথে যাচ্ছে না। কীভাবে তাদের ফের স্কুলমুখী করা যাবে, এমন নানা প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষা দফতরের দরবারে হাজির হয়েছে রাজ্যের প্রধান শিক্ষকদের সংগঠন 'অ্যাডভান্স সোসাইটি ফর হেডমাস্টার অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেস।'

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক চন্দনকুমার মাইতির আক্ষেপ, "গ্রামাঞ্চলের প্রতি স্কুলের প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ পড়ুয়া মোবাইল বা ট্যাব না কিনে অন্য প্রয়োজনে টাকা ব্যবহার করেছে। স্কুল বিল দিতে চাপ দেওয়ার পর অনেকে স্কুলে আসছে না, অনেকে আবার ভুয়া বিলও জমা দিয়েছে। সেই বিল কী পদ্ধতিতে প্রধানশিক্ষক যাচাই করবেন, তার উপায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

মানকরে সাংসদ সুনীল মন্ডলের বিরুদ্ধে পোস্টার, চাঞ্চল্য

দুর্গাপুর, ১২ মার্চ (হি. স.) : "দলবদলুদের চায় না গলসীর জনগণ"। এরকমই লেখা পোস্টার পড়ল এবার সাংসদ সুনীল মন্ডলের বিরুদ্ধে। আর তাই নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে গলসী বিধানসভার বুদবুদের মানকরে।

প্রসঙ্গত, গত ৭ মার্চ পানাগড় বুদবুদে সাংসদ সুনীল মন্ডলকে গলসীতে চেয়ে পোস্টার পড়েছিল।

তাতে লেখা ছিল "দিল্লী নয়, বাংলার উন্নয়নে গলসীতে চায়"। গলসীর জনগনের নামে পোস্টারগুলি ছিল। তবে ওই পোস্টারে আবার বিজেপি লেখা দলের প্রতীক চিহ্নও ছিল। ওই পোস্টার কে বা কারা লাগিয়েছিল। তা নিয়েও বিস্তর জল্পনা শুরু হয়। তার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার সুনীল মন্ডলকে না চেয়ে পোস্টার পড়ল বুদবুদের মানকরে। শুক্রবার মানকর কলেজ রোডে পোস্টারগুলি নজরে পড়ে। তাতে আবার লেখা রয়েছে দলবদলুদের গলসীর মানুষ চায় না। স্বাভাবিকভাবেই কে কারা পোস্টারগুলি দিয়েছে। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

প্রসঙ্গত, মাস দুয়েক আগেই সাংসদ সুনীল মন্ডল ঝাড়গ্রামে অমিত শাহের সভায় বিজেপিতে যোগদান করেন। যদিও তার আগে তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের গলসীর বিধায়ক ছিলেন। পরে তিনি তৃণমূলে যোগ দেন। এবং বর্ধমান পুর্ব থেকে দু-দুবার সাংসদ নির্বাচিত হন। সদ্য বিজেপিতে যোগ দেওয়া সুনীলবাবুর প্রকাশ্য সভায় বেফাঁস বক্তব্যে রাখেন। তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়ে দল। তবে পর পর পোস্টার পড়া নিয়ে বিজেপির পুর্ব বর্ধমানের জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা বলেন,' কে কোথায় প্রার্থী হবে না হবে, সেটা দল ঠিক করবে। দলের অনুশাসন সকলকে মানতে হয়। তার উর্ধ্বে কেউ নয়। কে বা কারা এধরনের পোষ্টার লাগছে বোঝা যাচ্ছে না। এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূলের চক্রান্ত হতে পারে।'

তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' খেলা হবে, খেলা হবে। নামই শুধু শোনা যাচ্ছে। খেলওয়াড় মাঠে নামতে ভয় পাচ্ছে। দলবদলু হোক আর যাই হোক, মানুষ যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত।'

আহত মুখ্যমন্ত্রীর আরোগ্য কামনায় টুইট রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। রাজ্যপাল টুইটে লিখেছেন, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক পরিস্থিতির ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছি। তাঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। শান্ত এবং অনুকূল পরিবেশেই গণতন্ত্র বিকশিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ তাঁর সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। সবাইকে এই সময় শান্ত থাকতে হবে। সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি।"

প্রসঙ্গত, ঘটনার দিনই মমতাকে দেখতে হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেদিন তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তা সত্ত্বেও স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে সরে আসেননি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শুক্রবার সকালে টুইট করেও মুখ্যমন্ত্রীর দ্রুত সুস্থতা কামনা করলেন তিনি।

আগের তুলনায় এদিন শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর। এসএসকেএম সূত্রে খবর, রাতে ভাল ঘুম হয়েছে তাঁর। চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতেই মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাপারে খোঁজখবর নেন রাজ্যপাল।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বুধবার সন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীকে এসএসকেএমে দেখতে গিয়ে প্রবল বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে। সেসময় হাসপাতালের সামনে উপস্থিত তৃণমূল সমর্থকরা তাঁকে উদ্দেশ্য করে "গো ব্যাক" স্লোগানও তুলতে থাকেন। এমনকী মমতাকে দেখে বেরোনোর সময় কালো পতাকাও দেখানো হয় রাজ্যপালকে। পরিস্থিতি বেশ জটিলও হয়ে ওঠে। বিজেপির অভিযোগ, ভিড়ের মধ্যে থেকে রাজ্যপালের গাড়ি উদ্দেশ করে জুতোও নাকি ছোঁড়া হয়। শেষপর্যন্ত অবশ্য রাজ্যপালের কনভয়কে নিরাপদে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসেন পুলিশ আধিকারিকরা।

কয়লা কাণ্ডে সাংসদ অভিষেকের শ্যালিকার স্বামীকে সোমবার তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা, শ্যালিকা মেনকা গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদের পর সিবিআইয়ের নজরে এবার মেনকার স্বামী। এখন দেখার, সিবিআইয়ের তলব পেয়ে মেনকার স্বামী এবং শ্বশুর হাজিরা দেন কি না। হাজিরা দিলেও তাঁদের থেকে এই সংক্রান্ত আর কী কী তথ্য সিবিআইয়ের হাতে আসে, কয়লা কাণ্ডের তদন্ত কোন পথে মোড় নেয়, এসবের অপেক্ষায় রয়েছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, লন্ডনে মেনকার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী সোমবার তাঁর স্বামী ও শ্বশুরকে নিজাম প্যালেসে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে নোটিস পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সিবিআই নোটিসের বিষয়ে অবশ্য মেনকা কিংবা তাঁর স্বামী অঙ্কুশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

কয়লা কাণ্ডে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ২৩ ফেব্রুয়ারি

সাংসদের বাড়িতে যায় সিবিআই আধিকারিকদের ৮ জনের বিশেষ দল। তার কিছুক্ষণ আগেই অবশ্য অভিষেকের বাড়ি গিয়ে পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৮ পাতার প্রশ্নপত্রে রুজিরার নাগরিকত্ব এবং পরিচয় নিয়ে জানতে চান তদন্তকারীরা। পাশাপাশি সাংসদের স্ত্রীর ব্যাংক লেনদেন নিয়েও প্রশ্ন করা হয়। সিবিআই সূত্রের খবর, তদন্তে রুজিরা যথেষ্ট সহযোগিতা করলেও তাঁর কাছ থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তার আগের দিনই রুজিরার বোন মেনকা গম্ভীরের পঞ্চসায়রের আবাসনে গিয়ে তাঁকেও একইভাবে লন্ডনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের লেনদেন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সূত্রের খবর, এই সংক্রান্ত জবাবে মেনকা জানিয়েছিলেন, অ্যাকাউন্ট এবং আর্থিক লেনদেনের বিষয়টি তিনি নন, দেখেন তাঁর স্বামী অঙ্কুশ অরোরা।

এরপরই নথিপত্র যাচাই করে মেনকার স্বামী অঙ্কুশ এবং তাঁর শ্বশুরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিস পাঠায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ১৫ তারিখ তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে নিজাম প্যালেসে।

ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতার : শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ১২ মার্চ (হি.স.): এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনের দু"জন হেভিওয়েট প্রার্থী হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম আসন থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এবার শুভেন্দুর পালা। নন্দীগ্রাম আসনের প্রার্থী হওয়া নিয়ে শুক্রবার মমতাকে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, 'প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতার। এবার নন্দীগ্রামের মানুষ তাঁকে হারাবেই।' শুক্রবার সকালে নন্দীগ্রামের

সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু। সেখানে পুজো দেওয়ার পর জানকিনাথ মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। করেন যজ্ঞও। কথা বলেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। শুভেন্দু জানিয়েছেন, 'এখানকার মানুষের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক। প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষ এবার তাঁকে হারাবেই। আমি নন্দীগ্রামের একজন ভোটার।' উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'হামলা'র বিষয়টি ঘিরে তেতে রয়েছে গোটা নন্দীগ্রাম। এই আবহেই শুক্রবার মনোনয়ন জমা দিতে যাচ্ছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন শুক্রবার।

কর্মসূচিতে বদল, নন্দীগ্রাম দিবসে নির্বাচনী ইস্তেহার প্রকাশ তৃণমূলের

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি স)। কথা ছিল, বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হবে তৃণমূলের নির্বাচনী ইস্তেহার। কিন্তু তার আগে বুধবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নন্দীগ্রামে মনোনয়ন পেশের পরই ঘটে গেল দুর্ঘটনা। এই পরিস্থিতিতে ইস্তেহার প্রকাশের নতুন দিনক্ষণ জানাল তৃণমূল। ১৪ মার্চ, নন্দীগ্রাম দিবসেই ইস্তেহার প্রকাশ করা হবে, খবর দলীয় সূত্রে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে থাকবেন ইস্তেহার প্রকাশ অনুষ্ঠানে।

১১ তারিখই প্রকাশ্যে আনার কথা ছিল কোন কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নামছে রাজ্যের শাসকদল। আচমকা বুধবার সন্ধেবেলা মন্দির দর্শনে গিয়ে জখম হন তৃণমূল সুপ্রিমো। আপাতত এসএসকেএমে ভরতি তিনি। ফলে বাতিল হয়েছে যাবতীয় দলীয় কর্মসূচি।

১৪ মার্চ কালীঘাটে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ইস্তেহার প্রকাশ করবেন দলের সুপ্রিমো। রাজ্যের উন্নয়নই মূল লক্ষ্য। সেই পর্বেই করোনা ও আমফান পর্বে কেন্দ্রের সরকারের কাছে কীভাবে বাংলা বঞ্চিত হয়েছে ছত্রে ছত্রে সেই কথা উঠে এসেছে তৃণমূলের ইস্তেহারে। এর একটা বিশেষ অংশে গুরুত্ব পেয়েছে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়ন ও নানা প্রকল্প। বিশেষ জায়গা পেয়েছে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরকে নিয়ে নানা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এসবের মধ্যেই উঠে এসেছে করোনা ও আমফান পর্বে কেন্দ্রের সরকারের বঞ্চনার কথা। করোনা ও আমফানের জোড়া ধাক্কায় চাপ বেড়েছে রাজ্যের রাজস্ব আদায়ে। অথচ কেন্দ্রের কাছে বারবার আবেদন করেও তার জন্য সহযোগিতা তো মেলেইনি। উপরন্তু রাজ্যের প্রাপ্য টাকাও মেলেনি। মুখ্যমন্ত্রী বারবার অভিযোগ করেছেন, প্রতিশ্রুতি দিয়েও আমফানে অগ্রিম বাবদ এক হাজার কোটি টাকা মিলেছিল। কিন্তু তার পর আর কোনও সাহায্যই মেলেনি। ইস্তেহারে বিস্তারিতভাবে সে কথা লেখা হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতেই ছত্রে ছত্রে কেন্দ্রের বঞ্চনার কথা উঠে এসেছে দলের নির্বাচনী ইস্তেহারে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফাঁস শ্রদ্ধা কাপুর এবং রোহান শ্রেষ্ঠের নয়া ভিডিও

শ্রদ্ধা কাপুর এবং রোহান শ্রেষ্ঠের আলোচনা এখন বলিউডের হট কেক।দুজন কখনও প্রকাশ্য প্ল্যাটফর্মে তাদের সম্পর্কের কথা স্বীকার না করলেও দু'জনকে প্রায়শই একসাথে দেখা যায়। কখনও রোহান শ্রদ্ধার খুড়তুতো ভাই প্রিয়ঙ্কের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নেন, আবার কখনও শ্রদ্ধা, প্রিয়ঙ্কের জন্মদিনের পার্টিকে তাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে আছেন এমন ছবি দেখা যায়। এরকম পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে কী চলছে তা দুজনেই ভাল করে জানতে পারবেন। এরই মধ্যে তাদের দুজনের আরও একটি ভিডিও প্রকাশ পেয়েছে। এই ভিডিওতে শ্রদ্ধা কাপুর গভীর রাতে রোহান শ্রেষ্ঠের সাথে ডিনার করতে এসেছিলেন।। ভিডিওতে শ্রদ্ধা কাপুরকে রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তিনি এই ভিডিওতে বেশ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রস্তুত দেখায়। পরণে, ট্রাউজার,লেদার এর কোর্ট আর মুখে কালো মাস্ক। সুত্রের খবর, এই দুজনের পারিবারিক তরফ থেকে সমস্ত রকম সম্মতি আছে। চলতি মাসের শুরুতেই শ্রদ্ধা কাপুরের মাসির ছেলে প্রিয়ঙ্ক শর্মা এবং সাজা মুরানির বিয়ের অনুষ্ঠানে মলদ্বীপে সপরিবারে হাজির ছিলেন শ্রদ্ধা। সেখানে নায়িকার পাশাপাশি দেখা মেলে রোহনেরও। প্রিয়াঙ্কের বিয়েতে গোলাপী পাগড়ি পরে ট্রাডিশনাল ছাতার তলায় দারুণ নেচে তাক লাগিয়েছেন শ্রদ্ধা। তারপর প্রিয়ঙ্ক শর্মা এবং সাজা মুরানির ইউনিয়ন উদযাপন করতে মুম্বাই ফিরে এসেছেন।।এর মধ্যেই শ্রদ্ধা ও রোহনের যে ছবিগুলি সামনে এসেছে তাতে মনে হচ্ছে বিষয়টা আর শুধু প্রেম সম্পর্কে আটকে নেই। বলিউডের নামী সেলিব্রিটি ফটোগ্রাফার রোহন শ্রেষ্ঠার সঙ্গেই নাকী খুব শীঘ্রই সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন শ্রদ্ধা কাপুর। গত শনিবার রাতে রোহনের জন্মদিনের পার্টিতে একসঙ্গে লেন্সবন্দি হলেন এই চর্চিত পাওয়ার কপল। শ্রদ্ধার বিয়ের জল্পনা প্রথমে উস্কে দিয়েছিলেন নায়িকার বন্ধু বরুণ ধাওয়ান। রোহন যখন বরুণকে বিয়ের শুভেচ্ছা জানায় তখন পাল্টা অভিনেতা বরুণ লিখেছিলেন- 'আমি আশা করছি তুমিও তৈরি রয়েছো বিয়ের জন্য'। রোহনের বাবা রাকেশ শ্রেষ্ঠা, আগেই এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, শ্রদ্ধা এবং রোহনের যদি দুজন বিয়ে করতে রাজি থাকলে তিনি খুশি খুশি সব কিছু করবেন।

পুরুষদের তুলনায় নারীর স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশী.. আসল কারণটি জানুন

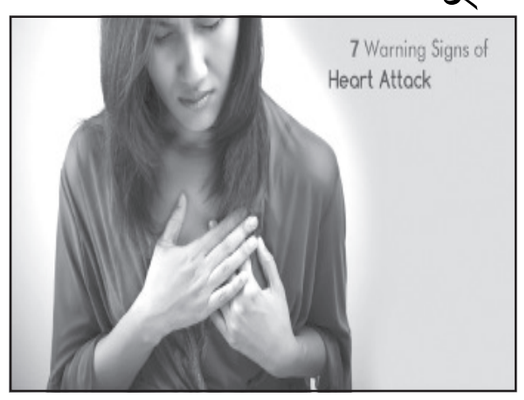

প্রতি দু সেকেন্ডে বিশ্বের কোনও না কোনও প্রান্তের একজন মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন স্ট্রোকে। শুধু তাই নয়, সারা পৃথিবীতে যত মানুষ মারা যান তাঁদের মৃত্যুর অন্যতম প্রধান এবং দ্বিতীয় সর্বোচ্চ কারণ হল এই স্ট্রোক। যা মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করে দেয় একজন নারী অথবা পুরুষের স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ। তবে অনেকেই মনে করেন, মস্তিস্কের রক্তক্ষরণ বা পেশীর দুর্বলতা হঠাৎ কোনও অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া এগুলি কেবলমাত্র পুরুষদের অসুখ।

কিন্তু গবেষণা বলছে অন্য কথা। বিশ্বে প্রতি ১০ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ৬ জন মহিলা রোগী থাকেন। সারা পৃথিবীতে নারীদের মৃত্যুর তৃতীয় প্রধান কারণ হল এই স্ট্রোক।

সম্প্রতি কেরল ভিত্তিক একটি গবেষণায় বিশিষ্ট স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডঃ পি.এন শৈলজা জানিয়েছেন, আদতে পুরুষদের স্ট্রোক বেশি হয় বলা হলেও এটি সম্পূর্ণ ভুল কথা। বরং যেকোনও পুরুষ মানুষের তুলনায় মহিলাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বেশি থাকে। কারণ, পুরুষের তুলনায় মহিলাদের গড় আয়ু একটু বেশি হয়। ফলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চ রক্তচাপ, বাতের ব্যাথা, হার্টের সমস্যা, নানারকম হরমোন জনিত সমস্যা নারীদের বেশি হয়। আর এই কারণেই সবথেকে বেশি স্ট্রোকে ভোগেন নারীরাই।

কেন পুরুষদের থেকে মহিলাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি বেশি?

কেরল ভিত্তিক একটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে, নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হলেও আজও সমাজে অলিখিত ভাবে লিঙ্গ বৈষম্য রয়ে গিয়েছে। ফলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ হলেন মহিলা রোগী। আর এই নারীদের স্ট্রোকের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের ব্যাথা, হার্টের সমস্যা, অ্যাস্ট্রোজেন সংক্রান্ত সমস্যা, অতিরিক্ত মেদ বৃদ্ধি এগুলি নারীদের স্ট্রোকের ঝুঁকিকে কয়েক গুণ বাড়িয়ে তোলে। কারণ, অনিয়মিত খাদ্যভাস, শরীরচর্চা এবং নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা যেকোনও নারীকে পুরুষদের তুলনায় বেশি স্ট্রোকের মুখে ঠেলে দেয়।

এছাড়া আজও সমাজে নারীদের প্রতি অবহেলা অবজ্ঞা করা হয় বলে বাড়ির কোনও মহিলা অসুস্থ হয়ে গেলে সঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে না আসা স্ট্রোকের আরও একটি বড় কারণ। যারফলে সারা জীবনের মতো প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া, কোনও একটি অঙ্গ বিকল হয়ে যাওয়া বা মুখ বেঁকে গিয়ো কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। আর এই সব রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে মহিলাদের সবার আগে নিজেকে স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। নিয়মিত ব্যায়াম করা, সঠিক খাবার গ্রহণ এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ দূর করে নিজেকেই সুস্থ রাখার উপায় বার করতে হবে।

আর সেই কারণেই এবছর বিশ্ব নারী দিবসের থিম ছিল '। যেকোনও বিষয়ে সচেতন হতে এবং অতিদ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে নারীকেই সবার আগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে।

রুপোলি পর্দার অভিনেতা না মঞ্চের অভিনেতা কে বেশি সফল, উত্তরে 'প্রতিদ্বন্দ্ব'

ভোটের বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বি শব্দটা এখন সবথেকে হিট। আবার বিনোদন জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে যখন এক ঝাঁক সিনেমা একসঙ্গে মুক্তি পায়। আবার অন্যদিকে দাঁড়িয়ে দুই অভিনেতার মধ্যেও চলতে পারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন একজন হয় মঞ্চের দাপুটে অভিনেতা আর অন্যদিকে আরেকজন বড় পর্দার অভিনেতা। মঞ্চ বনাম রুপোলি পর্দার দুই অভিনেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প মুক্তি পেতে চলেছে খুব শীঘ্রই। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন সাফল্যের মাপকাঠি তা ঠিকই দিয়ে নির্ধারণ করা হয়, অর্থ খ্যাতি যশ প্রতিপত্তি সম্মান নাকি সুখী জীবন! এক ঝাঁক নতুন ট্যালেন্ট একসঙ্গে হয়ে পর্দায় আসতে চলেছে 'প্রতিদ্বন্দ্ব'। অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি হলেও ইতিমধ্যেই যথেষ্ট স্বীকৃতি পেয়েছে এই ছবিটি বিভিন্ন মহলে।

প্রতিদ্বন্দীতাকে ঘিরেই স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি প্রতিদ্বন্দ্ব। দুই অভিনেতার প্রতিদ্বন্দ্বিতার গল্প বলবে এই ছবিটি। রুপোলি পর্দার অভিনেতা না মঞ্চের অভিনেতা কে বেশি সফল? নাকি সাফল্যের মাপকাঠির নিরিখে দেখাই শেষ নয় এরপরেও যা অবশিষ্ট থাকে তা হল অভিনয় সত্ত্ব? এই নিয়েই ছবির দুই চরিত্রের মধ্যে চলতে থাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই দুই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন চন্দন ব্যানার্জি ও শুভম চ্যাটার্জি প্রমুখ। আর তা ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে এই ছবি প্রতিদ্বন্দ। জিরো বাজেট প্রোডাকশন প্রযোজিত, শঙ্খদীপ চক্রবর্তী পরিচালিত ও তারই চিত্রনাট্যের ওপর গড়ে ওঠা স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবিটি ইতিমধ্যেই পুরস্কৃত হয়েছে ছবির গল্প লিখেছেন বিশ্বলাল ব্যানার্জি।

ইতিমধ্যেই মুক্তি পেয়েছে এই ছবির ট্রেলার যা এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের চলচ্চিত্র উৎসবে সামিল হওয়ার পর বিভিন্ন ওয়েব প্ল্যাটফর্মে ও থিয়েট্রিকাল স্পেশাল স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে ছবিটি দর্শকদের কাছে পৌঁছাবে।

ইতিমধ্যেই এই ট্রেলারটি আন্তর্জাতিক স্তরে সমাদৃত ও চর্চিত হতে শুরু করেছে। ছবির ডিরেক্টর অব ফটোগ্রাফি করেছেন,সুমন ও প্রতীক।ছবির সম্পাদনা করেছেন প্রিয়াংশু এবং কৌশিক। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে আছেন প্রিয়াংশু এবং মোনালি। সহ-পরিচালক কৌশিক এবং রনি।

৭ দিনেই ঝরবে মেদ, ফলো করুন এই ডায়েট

মোটা হওয়াটা কোনো ভুল নয় যদি আপনি স্বাস্থ্যবান হন। কিন্তু ওবেসিটি একটি সমস্যা যা আজকাল বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেরই হচ্ছে। কখন কীভাবে এই রোগ বাসা বাঁধছে সেটা টের পাওয়াই কঠিন। কিন্তু আগে থেকে যদি নিজেরাই সাবধান হয়ে যান তাহলে সেই সমস্যা আসে না। তাই আগে থেকেই নিজেদের স্বাস্থ্য ও দেহ রক্ষায় মেনে চলুন সুষম ডায়েট।এখন ডায়েট মানেই লোকে ভাবেন তা রোগা করবে। হ্যাঁ, রোগা করবে কিন্তু সেই সঙ্গে মন ও শরীর উভয়ই সুস্থ রাখবে সেটা ভুললে চলবে না। ট্রাই করুন এই বিশেষ ডায়েট। মাত্র ৭ দিনেই ফল পাবেন হাতেনাতে। তবে শুধু ডায়েট করলেই ফল মিলবে না, করতে হবে শরীরচর্চা যাতে বাড়তি ঘাম ঝরতে পারে।

ঘুম থেকে উঠে খান লেবুর রসের সঙ্গে গরম জল। ব্রেকফাস্টে ইডলি বা দোসা, ভেজ পরোটা, দই, ঘি দিয়ে পাউরুটি খেতে পারেন। একবাটি ফল বা ফলের স্যালাড, সেদ্ধ সব্জি খেতে হবে ব্রেকফাস্ট করার একটু পরে। লাঞ্চে ডাল, চাপাটি, ভেজিটেবল রায়তা রাখুন। সন্ধেবেলা লাউ দিয়ে ভেজিটেবল স্যুপ খান। এরপর ফল, দুধ দিয়ে সারুন ডিনার। এটা মানতে হবে ৭ দিন নিয়ম করে। লাভ হলে এরপরও টানা মেনে চলুন এই নিয়ম। গরমকালে ঘন ঘন দই বা শসা খাওয়া উচিত। এতে ওজন কমে আর গরমভাব কমে।

আরো পোস্ট- ডায়েটের তেল বাদ দিন- রাখুন খাঁটি সর্ষের তেল এই ডায়েট স্কিন ও চুল ভালো থাকবে। হরমোন নিঃসরণ ঠিক হবে। হজম শক্তি ভালো হবে ও দ্রুত হজম হবে খাবার। কোষ্ঠ্যকাঠিন্য থাকলে সেটাও সেরে যায়। মেটাবলিজম হার বাড়ায়। ফলে শরীরে শক্তি আসে কাজ করার। শরীর থেকে টক্সিক উপাদান বের করে দেয়। এই ডায়েট মানার সময় পর্যাপ্ত জল খাবেন। শরীরকে এই সময়ে আদ্র রাখতে জলের কোনো বিকল্প নেই। ঈষদুষ্ণ জল ভালো। যদি মাঝে অন্য কিছু খেতে ইচ্ছে করে, খাবেন। ডায়েট মানার সঙ্গে সঙ্গে পর্যাপ্ত ঘুম ও মানসিক চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা দরকার খুব।

পায়ে বাস্কেটবল খেলেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া

বলিউড থেকে হলিউড তারকা হয়ে ওঠা এবং সেখানে নিজের জায়গা জমি শক্ত করা খুব একটা সহজ নয়।তাও সেটা করে দেখিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ও নিক জোনাস এর ছবি বারবার ঘুরে ফিরে আসছে।

এবার নিউইয়র্ক সিটির বিলবোর্ডে প্রদর্শিত হলো,প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সদ্য মুক্তি পাওয়া বই, 'আনফিনড'। ঐতিহাসিক ক্ষেত্রে মহিলাদের সাফল্য উদযাপন করছে নিউইয়র্ক সিটি এই মাস জুড়ে।মঙ্গলবার অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, নিউ ইয়র্ক সিটির বিলবোর্ডে 'আনফিনড' যখন প্রদর্শিত হচ্ছে,সেই মুহূর্তের ছবি তুলে ধরলেন।

অন্যদিকে, তিনি তার নতুন রেস্তোঁরার ব্যবসা নিয়েও বেশ ব্যস্ত।কিন্তু এখন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া এমন একটি ছবি শেয়ার করেছেন, যার কারণে তাঁকে খুব ট্রোল করা হচ্ছে। বিশেষ কথা হ'ল ট্রোলগুলির মধ্যে হৃতিক রোশনও অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কয়েক ঘন্টা আগে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া (প্রিয়াঙ্কা চোপড়া) একটি ছবি শেয়ার করেছেন যেখানে, তাঁকে কালো রঙের বোল্ড পোষাকে হাই হিল স্যান্ডেল পড়ে দেখা গেলো। তার পোশাকটি দেখতে সুন্দর দেখাচ্ছে তবে গণ্ডগোলটি হ'ল তিনি বাস্কেটবল কোর্টের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর হাতে একটি বল রয়েছে।

এই ছবি দিয়ে প্রিয়াঙ্কা ক্যাপশনে লিখেছেন, 'খেলতে চান?' এই ছবিটি শেয়ার করেই ট্রোল এর শিকার হয়েছেন তিনি। আর এই ছবিতে কমেন্ট করেছেন হৃত্বিক রোশন সোনালি বেন্দ্রে উর্ভাশি রতেলা আয়ুষ্মান খুরানা সহ অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী। হৃতিক রোশন এখানে মন্তব্যে লিখেছেন, 'হা হা নাইস'।

তো কেউ লিখছেন, 'হিলের মধ্যে? সত্যি? ' কেউ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে তিনি অনুরূপ পোশাকটিতে গেম খেলেন?' জনগণকে জবাব দেওয়ার সময়, প্রিয়াঙ্কা মন্তব্যটিতে একটি মজার জবাবও পোস্ট করেছেন, তিনি লিখেছেন যে 'হ্যাঁ আমি এটি হিল পরে করতে পারি।'

শরীরচর্চায় যোগা ম্যাটের গুরুত্ব জানেন

আজকাল দৌড়াদৌড়ির জীবনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস খুঁজি আমরা নানাভাবে। তবে যাই করুন মন আর শরীরকে ফিট রাখতেই হবে পরের দিনের দৌড়ঝাঁপের জন্যে। এর জন্যে সঠিকভাবে জীবনধারার পদ্ধতি বাছাটাও জরুরি। তাই মন ও দেহ প্রশান্ত রাখতে প্রতিদিনের রোজনামচায় রাখতে ভুলবেন না শরীরচর্চা। এই শরীরচর্চা নানাভাবে করা যেতেই পারে। তবে সবচেয়ে সহজ হলো যোগা। যে কোনো বয়সেই তা করা যায় বলে এর গ্রহণযোগ্যতাও বেশি। তবে আমরা সাধারণভাবে খুব কম লোকেই যোগায় ম্যাট বা আসনের গুরুত্ব জানি বা বুঝি। যারা জানেন না তারা এই লেখাটি পড়ে অবশ্যই দৌড়াবেন দোকানে। আগেকার দিনেও মাটির উপর বসেই সরাসরি যোগা অভ্যেস করার চল ছিল প্রচলিত। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনেককেই দেখা যেত বাঘছাল পেতে বসে তার উপর অভ্যেস করছেন আসন বা যোগা। ধীরে ধীরে নতুন মোড়কে এলো যোগা ম্যাট। মাটির সঙ্গে অনেক সময়ে পায়ের বা শরীরের কোনো অংশের ঘর্ষণে ব্যথা লাগতে পারে সরাসরি বসলে। আবার ঘাম মাটিতে পড়ে সেই জায়গাটিও পিচ্ছিল হয়ে যেতে পারে। তাই আজই কিনুন এই ম্যাট। দোকানে ছুটতে হবে না। রইলো লিংক। সেখানে গেলেই হরেক সম্ভার দেখতে পাবেন ম্যাটের। এবার জানা যাক কেন টাকা খরচ করে কিনবেন এই ম্যাট?

কমছে না ওজন! এই ফল ও সব্জি থাকুক দূরে

আজকাল বেশিরভাগ মানুষ ছোট থেকেই ভোগেন ওবেসিটিতে। এছাড়াও আমাদের নিত্যদিনের জীবনযাপন পদ্ধতির ফলে আমরা ঝুঁকছি বেশি জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুডের দিকে। ক্লান্তি, সংসারের বোঝা, অফিসের টেনশন, অবসাদের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে সেই সজীব, প্রাণবন্ত মানুষটি। ফলে তরতরিয়ে বাড়ছে ওজন। জাঙ্ক ফুড, ফাস্ট ফুড খাবার বেশি পরিমাণে খেলে তার প্রভাব শরীরে পড়বেই। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব সময়ে জিমে গিয়ে স্পেশাল ট্রেনিং নেওয়া বা যোগা করার মতো ক্ষমতা বা সুযোগ কিংবা সময় অনেকেরই থাকে না। কেউ কেউ আবার ভাবেন ভাতই দায়ী ওজন বৃদ্ধির জন্যে। তাই ভাত ছেড়ে সবজি খাওয়া শুরু করলেন তারা। কিন্তু শেষমেশ ফল শূন্য। তাহলে ভুলটা কীসে রয়েছে? আমরা জানি ওজন কমাতে আগে দরকার সঠিক ডায়েট। কোন খাবারগুলি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যে উপকারী সেটা দেখে নিন আগে। তারপর দেখুন আপনার ওজন, বয়স ও বিশেষ কোনো রোগ থাকলে সেই অনুযায়ী সেই খাবারগুলি কতটা করে খাওয়া জরুরি। এমন কিছু ফল ও সব্জি রয়েছে যা ওজন না কমিয়ে বরং আপনার ক্ষতিই করছে। ১. সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে যারা দৈনিক ফল এবং স্টার্চবিহীন সবজি খেয়ে থাকেন, তাঁদের ওজন বাড়ার হার কম। কিন্তু স্টার্চযুক্ত কিছু সব্জি যেমন আলু, ভুট্টা ও মটরশুটি বেশি পরিমানে খেলে সেক্ষেত্রে ওজন বাড়ে। ওবেসিটি ও একাধিক মারণ রোগও হতে পারে। ব্রকোলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, পালং শাক, লেটুস, ক্যাপসিকাম এই সব্জিগুলির দিকেও ভুলেও তাকাবেন না যদি চান ওজন কমাতে। আলু, ব্রকোলি, বাঁধাকপি, ফুলকপি সেদ্ধ করে নিয়ে সেই জল ঝরিয়ে অল্প রেখে দিতে পারেন ডায়েটের সঙ্গে। ২. পাকা আম, পেঁপে, আনারস এবং কলা মিষ্টি হয় স্বাদের দিক থেকে।তাই এগুলোয় লুকিয়ে থাকা প্রাকৃতিক চিনি ওজন বাড়াতে পারে। আবার অন্যদিকে কেউ এগুলোকে ব্রেকফাস্টের সময়ে যদি স্মুদি বা জুস করে খাওয়ার কথা ভাবেন, সেক্ষেত্রে চিনির মাত্রা আরও বেড়ে যায়, ফলে ওজন আরও বাড়ে।

শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালির নেতৃত্বরা । ছবি ঃ নিজস্ব

"দেশে সবচেয়ে বেশি ভিখিরি পশ্চিমবঙ্গেই", টুইটে তোপ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : "বাংলার অর্থনীতিকে ক্রমাগত ধ্বংস করে চলা বামপন্থী এবং পিসিকে ধন্যবাদ যাঁদের জন্য দেশের মধ্যে সর্বাধিক ভিক্ষুকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের।" শুক্রবার টুইটে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য। তিনি লিখেছেন, "দুর্নীতি, হিংসা এবং দূরদর্শিতার অভাব সর্বত্র! পিসির উন্নয়নের দাবি অর্থহীন।"যদিও কেন্দ্র গত এক দশকের অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বকালে পশ্চিমবঙ্গে ভিক্ষুকের সংখ্যা ঘোষণা করেনি। দেশের ভিক্ষুকদের এই জীবিকা থেকে সরিয়ে এনে কোনও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না, এই সংক্রান্ত একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল রাজ্যসভায়। অতি সম্প্রতি ওই প্রশ্নের উত্তরে সংসদে কেন্দ্রীয় সরকার যে লিখিত তথ্য ও বিবৃতি পেশ করেছে, সেখানে জানা যাচ্ছে, ভিক্ষুকের সংখ্যায় দেশের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার রেকর্ড করেছিল। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসভায় জানিয়েছে, ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী গোটা দেশে ছিল ৪ লক্ষেরও বেশি ভিক্ষুক। এর মধ্যে সবথেকে বেশি ভিক্ষুক ছিল পশ্চিমবঙ্গে। সংখ্যা ৮১ হাজার ২৪৪ জন। পশ্চিমবঙ্গের পরেই ভিক্ষুকের সংখ্যায় দ্বিতীয় স্থানে উত্তরপ্রদেশ। ৬৫ হাজার ৮৩৫ জন। তৃতীয় স্থানে ছিল অন্ধ্রপ্রদেশ। সংখ্যা ৩০ হাজার ২১৮ জন। ২৯ হাজার ৭২৩ জন নিয়ে বিহারের স্থান ছিল চতুর্থ। ২০১১ সালেই হয়েছে শেষ বার জনগণনা। এবার আবার ২০২১ সালে জনগণনা শুরু হবে। সুতরাং ১০ বছরে ভিক্ষাবৃত্তির সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান কতটা পরিবর্তন হল, সেটা জানা যাবে সেন্সাসের রিপোর্ট প্রকাশ হলে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্থিতিশীল রয়েছেন চিকিৎসায় সন্তোষজনক সাড়া দিচ্ছেন

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি.স.): চিকিৎসায় সন্তোষজনক সাড়া দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছে। শুক্রবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের সময়, বুধবার সন্ধ্যায় আহত হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার রাত থেকে এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে মমতার। শুক্রবার সকালে এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে ভালো ঘুম হয়েছে মমতার। তিনি চিকিৎসায় ভালোভাবেই সারা দিচ্ছেন।' একজন চিকিৎসকের কথায়, আঘাতের কতটা নিরাময় হয়েছে তা দেখার জন্য প্লাস্টার খোলা হতে পারে। আরও কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর বা পায়ের গোড়ালিতে ফোলাভাব কমে গিয়েছে এবং ঘাড়ে, কাঁধে ও কোমরে কম ব্যথা অনুভব করছেন তিনি। চিকিৎসক জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী যেমন আঘাত পেয়েছেন, সেই ধরনের রোগীদের আমরা সাধারণত ৩ থেকে ৪ সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে বলি। মুখ্যমন্ত্রীকে কবে ছুটি দেওয়া হবে, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি।

সারদাকাণ্ডে মদন মিত্রকে নোটিশ ইডি-র

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : সারদাকাণ্ডে ২ হাজার ৪৫৯ কোটি টাকার আর্থিক তছরুপের মামলায় এবার মদন মিত্রকে নোটিশ দিল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ১৮ মার্চ সিজিও কমপ্লেক্সে তাঁকে তলব করেছে ইডি। এবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে আসনে কামারহাটি আসনে তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র।

২০১৪ সালের ১২ ডিসেম্বর সারদাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন তৎকালীন তৃণমূল মন্ত্রী মদন মিত্র। ২২ মাস জেলে কাটানোর পর জামিন পান তিনি। আলিপুর আদালতে ১৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন পান তিনি। স্থানীয় থানায় পাসপোর্ট জমা রাখা সহ একাধিক শর্ত আরোপ করা হয় তার উপর। প্রথমে প্রভাবশালী তত্ত্বে বেশ কয়েকবার জামিন খারিজ হয়ে যায় তাঁর। পরে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি হেরে বিধায়ক পদ হারান পরে ২০১৬ সালে সেপ্টেম্বর মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি।

সারদা কাণ্ডে জেল থেকে জামিনে মুক্ত হওয়ার পরেও একাধিকবার ইডি এবং সিবিআই মদন মিত্রকে তলব করেছে। প্রত্যেকবারই হাজিরা দিয়েছেন তৃণমূল নেতা। এবার প্রার্থী হওয়ার পর ফের নির্বাচনের আগে ইডি তাঁকে তলব করায় বিষয়টি অন্য মাত্রা পেল। কারণ তৃণমূল বার বারই অভিযোগ করেছে যে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।

এ দিনই আরও এক তৃণমূল নেতা সমীর চক্রবর্তী সারদা কাণ্ডে ইডি দফতরে হাজিরা দেন। দিন কয়েক আগে আর এক তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষকেও হাজিরা দিতে হয় ইডি দফতরে। সোমবার জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি দাবি করেন, চিটফান্ড সংস্থা সারদার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত টাকাই ফেরত দিতে চান কুণাল ঘোষ। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঝাড়্গামে ভোটের উত্তাপের মাঝেই প্রায় রোজ তান্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালেরা

ঝাড়্গাম, ১২ মার্চ (হি.স.) : প্রথম দফা বিধানসভা নির্বাচন হবে জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম জেলায়। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দল জোরকদমে তাদের ভোট প্রচার চালাচ্ছেন। এই ভোটের উত্তাপের মাঝেই প্রায় রোজ দিন তান্ডব চালাচ্ছে দলমার দাঁতালেরা। হাতির তান্ডবের ফলে ব্যপক অতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম ব্লকের বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দারা। আতঙ্কিত বাসিন্দারা ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যেতেও ভয় পাচ্ছেন। বাসিন্দাদের দাবি বনদফতর ও নির্বাচন কমিশন হাতি তাড়ানোর জন্য ব্যাবস্থা গ্রহণ করুক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়্গাম ব্লকের বেশ কিছু বুথ জঙ্গল লাগুয়া এলাকার মধ্যে রয়েছে। যার ফলে শালবনী, লবকুশ, ঘৃতখাম, বরিয়া, শিরশি সহ বেশ কিছু গ্রামের মানুষজনেরা হাতির আতঙ্কে ভোট দিতে যেতে ভয় পাচ্ছেন। জানা গিয়েছে শুক্রবার রাতে ঝাড়্গাম ব্লকের সাপধরা, নেদাবহড়া, শিরশি, আগুইবনী, জারুলিয়া, শালবনী এলাকায় দলমার দল রয়েছে। যার ফলে রোজ দিন সন্ধ্যার পর থেকেই ধান জমি সহ সবজি বাড়ি এমনকি গ্রামে ঢুকেও তান্ডব চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। হাতির তান্ডবে ব্যাপক ভাবে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে ফসলের। পাশাপাশি ঘরবাড়িও ভাঙ্গচুর করছে দলমার দলেরা দাঁতালেরা। যার ফলে ব্যাকপ আতঙ্কে রয়েছে গ্রামের মানুষজনেরা। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য ভোট প্রক্রিয়া চলাকালীন জঙ্গল লাগোয়া বুথগুলোতে বনদপ্তর হাতি আটকানোর জন্য যদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন তাহলে গ্রামবাসীরা প্রবল সমস্যার মুখে পড়বে। অনেকে হয়তো ভোট দিতেই যাবেন না হাতির আতঙ্কে। তাই আমরা চাই নির্বাচন কমিশন ও বনদপ্তর যাতে গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়ে পদক্ষেপ নেয়'।

এবিষয়ে বনদফতর জানিয়েছে হাতিগুলিকে তাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ভোটের আগেই চেষ্টা করা হবে হাতি গুলিকে তাড়ানোর। উল্লেখ্য করোনা পরিস্থিতির জন্য ঝাড়্গাম জেলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের বুথ সংখ্যা বেড়েছে। এবার ঝাড়্গাম জেলার মোট বুথের সংখ্যা ১৩০৭। যার মধ্যে দুটি অস্থায়ী বুথ রয়েছে। স্পর্শকাতর বুথের সংখ্য ৪৩ টি। জেলার মোট ভোটার রয়েছে ৯১১৬৫৪ জন। মহিলা পরিচালিত বুথ রয়েছে ৫৫ টি। হিন্দুস্থান সমাচার / গোপেশ

নন্দীগ্রাম কান্ডে হাইকোর্টে দায়ের হল মামলা, দিল্লিতে কমিশনের দ্বারস্থ তৃণমূল

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : নন্দীগ্রামে কীভাবে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের বিপদ ঘটল তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা ও বিতর্ক শুরু হয়েছে। উঠছে নিরাপত্তার প্রশ্নও। এবার বিষয়টি পৌঁছালো কলকাতা হাইকোর্টে।

শুক্রবার এ সংক্রান্ত একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হল আদালতে। জনৈক সুরজিৎ সাহা নামে এক ব্যক্তি এই মামলা করেছেন। প্রধান বিচারপতি টিবি রাধাকৃষ্ণণের বেঞ্চে মামলাটি দায়ের হয়েছে। শীঘ্রই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। এমন অভিযোগ তুলে এদিনই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দফতরে গেল তৃণমূলের প্রতিনিধিদল। দলীয় নেতৃত্ব নন্দীগ্রামের ঘটনায় 'ষড়যন্ত্রে'র অভিযোগ তোলে। মুখ্যমন্ত্রীর উপর 'হামলার চক্রান্ত' হয়েছে, এই অভিযোগে বৃহস্পতিবারই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দফতরে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রতিনিধিরা। আর শুক্রবার সকালে তাঁরা সোজা চলে গেলেন দিল্লিতে, নির্বাচন কমিশনের দফতরে। প্রতিনিধি দলে ছিলেন ৬ তৃণমূল সাংসদ — ডেরেক ও'ব্রায়েন, সৌগত রায়, প্রতিমা মণ্ডল, শতাব্দী রায় ও শান্তনু সেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আদালতে ধাক্কা পুরুলিয়ার জয়পুর আসনের তৃণমূল প্রার্থীর

কলকাতা, ১২ মার্চ (হি. স.) : আদালতে বড়সড় ধাক্কা খেলেন পুরুলিয়ার জয়পুর আসনের তৃণমূল প্রার্থী। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে খারিজ হল সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ। ভোটে অংশ নিতে পারবেন না জয়পুরের তৃণমূল প্রার্থী।

''অঘটন'' ঘটলেও কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চের রায়ে সেই অঘটন কাটিয়ে উঠেছিল তৃণমূল। কিন্তু সেই হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে আবার চাপে পড়ে গেল রাজ্যের শাসক দল। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশের পর আর ২৯৪ নয়, পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, আগামী বিধানসভা ভোটে ২৯৩ আসনে লড়তে হত শাসক দল তৃণমূলকে। কারণ প্রথম দফা ভোটের একটি আসনের তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করে দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ত্রুটিপূর্ণ মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন পুরুলিয়ার জয়পুরের শাসক দলের প্রার্থী উজ্জ্বল কুমার। মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন চলে যাওয়ার ওই আসনে আর অন্য কোনও প্রার্থীও দাঁড় করানোর সম্ভাবনাও ছিল না তৃণমূলের পক্ষে।

এরপরই আদালতের দ্বারস্থ হয় শাসক দল। সেই ত্রুটি নিয়েই তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছিল সিঙ্গল বেঞ্চ। কিন্তু হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যায় নির্বাচন কমিশন। আর সেই আপিলের প্রেক্ষিতেই এবার তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকেই বহাল রাখল হাইকোর্ট। অর্থাৎ উজ্জ্বল কুমার আর লড়তে পারবেন না ভোটে। একইসঙ্গে ওই জয়পুর ও বাঘমুণ্ডির নির্দল প্রার্থীও ভোটে লড়তে পারবেন না বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।প্রসঙ্গত পুরুলিয়ার জয়পুর কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে উজ্জ্বল কুমারকে বেছে নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তাঁর মনোনয়ন বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। এরপরই জয়পুর বিধানসভা তৃণমূল নেতৃত্ব-সহ জেলা নেতৃত্বের তরফে কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

বৃহস্পতিবার সেই মামলার প্রেক্ষিতে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য বলেন, "ওই প্রার্থীর মনোনয়নে যে ত্রুটির কথা বলা হচ্ছে, তা খুবই সামান্য। এই কারণে মনোনয়ন বাতিল করা উচিৎ হবে না।" তাই উজ্জ্বল কুমারের আগের মনোনয়ন পত্রকেই গ্রহণ করতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় আদালত। সেক্ষেত্রে নতুন করে তাঁকে আর মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। কিন্তু সেই রায়ের বিরুদ্ধে ডিভিশন বেঞ্চে যায় নির্বাচন কমিশন। আর তাতে কার্যত তৃণমূলের হার হল। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কর্মীদের নিয়েই প্রার্থীদের প্রচারে নামার নির্দেশ মহুয়ার

নদিয়া, ১২ মার্চ (হি. স.) : নদিয়া জেলার প্রার্থীদের নিয়ে বৈঠকে বুথকর্মী থেকে শুরু করে উচ্চ নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে

ভোটের প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র। বুধবার সন্ধ্যায় ১৭ জন প্রার্থীকে নিয়ে

বৈঠকে বসে ভোটপ্রচারের কৌশল ও নির্বাচনী বিধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মহুয়া। শুক্রবার বিকালে

শান্তিপুর পুরসভার ২৪ টি ওয়ার্ডের বুথ সভাপতি ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকও করেন জেলা সভাপতি। এরপর

সভাশেষে পার্থী অজয় দেখে সঙ্গে নিয়ে দেওয়াল লিখনের কাজ হাত মেলান জেলা সভাপতি।

এদিন দুপুরে জেলা পার্টি অফিসে তৃণমূল প্রার্থী ছাড়াও শহর ও বিধানসভার ব্লক সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে বুথ ভিত্তিক কর্মীসভা থেকে শুরু করে নির্দিষ্ট বিধানসভা ভিত্তিক জনসভা করার ক্ষেত্রে কীভাবে মানুষকে কাছে টানতে হবে, বক্তব্যের মূল বিষয়বস্তু কী হবে তা নিয়ে বিস্তারিত জানান জেলা সভাপতি। চার নতুন প্রার্থীর সঙ্গে পুরনো বিধায়কদের প্রাথমিক সাক্ষাৎ হয় বলে জানা গিয়েছে। তারপর ভোটের জন্য নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন ও নির্বাচনী প্রচারে কি করা যাবে বা কি করা যাবে না সেই নিয়ম প্রত্যেক প্রার্থীর হাতে তুলে দেন জেলা সভাপতি।

একই সঙ্গে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রত্যেক প্রার্থী যেন নির্বাচন কমিশনের নিয়ম-নীতি পড়ে প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আগামীকাল ফের কৃষ্ণনগরে বৈঠক করবেন জেলা সভাপতি। শহরের প্রাক্তন কাউন্সিলার, সকল ওয়ার্ডের সভাপতি উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

এক প্রবীণ তৃণমূল প্রার্থী বলেন, নতুন প্রার্থীদের সঙ্গে আলাপের পাশাপাশি সভা, মিছিল ও প্রচারের ক্ষেত্রে কী করতে হবে সে ব্যাপারে উল্লেখ করেন জেলা সভাপতি।রাজ্যস্তরের নেতৃত্ব জেলায় প্রচারে এলে দু''-তিনটি বিধানসভা ধরে সভা-সমাবেশ করা হবে। সে বিষয়ে আগেই প্রত্যেক প্রার্থীকে জানানো হবে বলে সভাপতি উল্লেখ করেছেন। ভোটের খরচ কীভাবে করা হবে সে বিষয়ে উল্লেখ করেন। শুধু তাই নয়, তিন-চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত বা অঞ্চল নিয়ে প্রচারের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৭২ ঘন্টা আগে জেলা সভাপতির টিমকে জানাতে হবে। যাতে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি নিয়ে নির্দিষ্ট মাঠ এবং সমাবেশের বিষয়ে অনুমতি পাওয়া সহজ হয়। এদিকে, জেলা সভাপতির নির্দেশ পাওয়ামাত্রই প্রার্থীরা ব্লক, পঞ্চায়েতভিত্তিক কর্মিসভা শুরু করে দিয়েছেন। কালীগঞ্জ, তেহট্ট, নাকাশিপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ সহ একাধিক বিধানসভার প্রার্থীরা নিজেদের এলাকায় এদিন কর্মিসভা করেন। অন্যদিকে ধারাবাহিকভাবে জেলা সভাপতি মহুয়া মৈত্র নিজে এলাকা ধরে ধরে বৈঠক করে চলেছেন। বৃহস্পতিবার শান্তিপুর বিধানসভার বাবলা, বেলঘড়িয়া-১, বেলঘড়িয়া-২, হরিপুর, বাগানচারা ও গয়েশপুর নিয়ে মোট ছ''টি অঞ্চলের বুথ কর্মীদের নিয়ে গাছ তলায় বৈঠক করেন। যেখানে ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিপুরে এদিন শহরের কর্মীদের উপস্থিতি দেখে উচ্ছ্বাসিত হয়ে পড়েন মহুয়া। তিনি বলেন, শান্তিপুরের কর্মীদের দেখে আমি আনন্দিত। কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দ্রুত শহরের সমস্ত দেওয়াল লিখনের কাজ শেষ করতে হবে। উল্লেখ্য, গত লোকসভা নির্বাচনে শান্তিপুর পুরসভায় প্রায় ১২ হাজার ভোটে পদ্ম শিবিরের কাছে পিছিয়ে পড়ে, জোড়াফুল শিবির। কী ভাবে সেই ব্যবধান ছাপিয়ে জয় পাওয়া যায় এদিন সেই কৌশলই শিখিয়েছেন জেলা সভাপতি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোয়েল

প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে তৃণমূল : শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ১২ মার্চ (হি.স.): তৃণমূল কংগ্রেসকে ''প্রাইভেট কোম্পানি''-র সঙ্গে তুলনা করলেন নন্দীগ্রাম আসনের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর কথায়, তৃণমূল একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র পিসি ও ভাইপোই স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন, তাঁরাই সব। নন্দীগ্রাম আসনের জন্য হলদিয়ায় মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার আগে হলদিয়ায় জনসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং স্মৃতি ইরানি। জনসভায় শুভেন্দু বলেন, 'রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে। পরিবর্তনের জন্য, তৃণমূলকে সরাতে হবে আমাদের। তৃণমূল একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে, যেখানে শুধুমাত্র পিসি ও ভাইপোই স্বাধীনভাবে কথা বলতে পারেন।' শুভেন্দু আরও বলেন, 'নন্দীগ্রাম শুধুমাত্র একটি বিধানসভা কেন্দ্র নয়, এর সঙ্গে বাংলা ১১ বছরের পরিবর্তনও যুক্ত রয়েছে।' বিজেপি-তে কেন এসেছেন শুক্রবার সেই প্রসঙ্গও ফের তুলে ধরেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গিয়েছে। এই দলের নেত্রী ও তাঁর ভাইপোই সব। বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট। এর থেকে রাজ্যকে উদ্ধারের কাজে নেমেছি।" শুভেন্দুর অভিযোগ, কৃষকদের অবস্থাও ভয়াবহ। পিএম কিষাণ নিধি দিয়েছে কেন্দ্র। যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর নাম লেখা রয়েছে সে জন্য এই সরকার তা চালু করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর কথায় আয়ুষ্মান ভারতের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে।

শুক্রবার সকালেই নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ার সিংহবাহিনী মন্দিরে পুজো দেন শুভেন্দু। সেখানে পুজো দেওয়ার পর জানকিনাথ মন্দিরেও পুজো দেন তিনি। করেন যজ্ঞও। কথা বলেন স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে। শুভেন্দু সকালেই জানান, 'এখানকার মানুষের সঙ্গে আমার বহু পুরানো সম্পর্ক। প্রতি ৫ বছর অন্তর, ভোট আসলেই নন্দীগ্রামের মানুষের কথা মনে পড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মানুষ এবার তাঁকে হারাবেই। আমি নন্দীগ্রামের একজন ভোটার।' এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, 'জনগনের আশীর্বাদ আমি পাব এমনটাই বিশ্বাস। পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য জনগণ বিজেপিকে সমর্থন করবেন এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। প্রতিযোগিতার কোনও প্রশ্নই আসে না, ২০১৯ সালে ১৮টি সংসদীয় আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এবার বিশাল ব্যবধানে পশ্চিমবঙ্গে শক্তিশালী সরকার গঠন করবে বিজেপি।'

উল্লেখ্য, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর 'হামলা'র বিষয়টি ঘিরে তেতে রয়েছে গোটা নন্দীগ্রাম। এই আবহেই শুক্রবার নন্দীগ্রাম আসন থেকে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন শুক্রবার। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সবথেকে বেশি হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রাম আসনে। ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এই আসনের দু'জন হেভিওয়েট প্রার্থী হলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই নন্দীগ্রাম আসন থেকে নিজের মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন। এবার শুভেন্দু জমা দিলেন মনোনয়ন।

বিজেপিতে গৌরীশঙ্কর, গোষ্ঠীকোন্দলের আশঙ্কা

নদিয়া ,১২ মার্চ (হি.স.) : নদিয়ার তেহট্টের বিধায়ক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি গৌরীশঙ্কর দত্ত বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় নতুন করে গোষ্ঠীকোন্দলের আশঙ্কা করছেন গেরুয়া শিবিরের নেতা-কর্মীদের একাংশ। তাঁরা বলছেন, পঞ্চায়েত ভোটে যেভাবে ওদের নেতৃত্বে সন্ত্রাস চালানো হয়েছিল। আমরা ওদের বিরুদ্ধেই প্রচার করেছি। এখন সাধারণ মানুষকে কী জবাব দেব? রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ওঁকে দলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কেউ আমাদের বিষয়টি জানায়নি। দলবদলু নেতাদের যাতে প্রার্থী না করা হয় সেজন্য আমরা দলের কাছে আবেদন জানিয়েছি।২০১৬ সালে তেহট্টের বিধায়ক হন গৌরীশঙ্কর বাবু। এবার তৃণমূল তাঁকে টিকিট না দেওয়ায় বুধবার তিনি কলকাতায় বিজেপির সদর দপ্তরে গিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান।এমনিতেই এই বিধানসভায় গোষ্ঠীকোন্দলে জর্জরিত বিজেপি। এরপর গৌরীবাবু দলে আশায় সেই কোন্দল আরও বাড়বে বলে দলের কর্মীদের আশঙ্কা।

এক বিজেপি কর্মী বলেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই বিধানসভায় তৃণমূল রিগিং ও সন্ত্রাস করেছিল। যার নেতৃত্বে ছিল বিধায়কের লোকজন। তখন থেকে আমরা ওঁর বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছিলাম। এখন সেই বিধায়ক আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। এনিয়ে সাধারণ মানুষের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। আমরা কী জবাব দেব? তিনি আরও বলেন,বিধায়ক থাকাকালীন তৃণমূলে গোষ্ঠীকোন্দল ছিল।এবার আমাদের দলেও গোষ্ঠীকোন্দল আরও বাড়বে।এমনিতেই দলে গোষ্ঠীকোন্দল রয়েছে। আর এক বিজেপি কর্মী বলেন, গৌরীবাবু আমাদের দলে যোগ দেওয়ায় দল এখানে অনেক শক্তিশালী হল। কারণ বিধায়ক থাকাকালীন উনি তেহট্টের জন্য যা উন্নয়ন করেছেন তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। উনি দলে যোগ দেওয়ায় আমাদের জয় নিশ্চিত।উনি আমাদের দলে আশায় কোনও গোষ্ঠীকোন্দল হবে না।কারণ উনি অভিভাবকের মতো গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে দেবেন। এব্যাপারে বিজেপির নদিয়ার উত্তরের সাধারণ সম্পাদক অর্জুন বিশ্বাস বলেন, বিষয়টা সম্পূর্ণ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিষয়। এটা স্থানীয় বিষয় নয়। ওঁদের কীভাবে ব্যবহার করবে সেটা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করবে। ওঁরা বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না সেই শর্তসাপেক্ষে দলে এসেছেন। গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ব্যাপারে তিনি বলেন, মাথা থাকলে তো ব্যথা করবে। এই বিষয়টিও তাই।তবে এনিয়ে চিন্তার কিছু নেই। উনি সিনিয়র নেতা, দলের স্বার্থে সবকিছু মানিয়ে নেবেন।

এব্যাপারে গৌরীশঙ্কর বাবু বলেন, দীর্ঘ ২১ বছর দলের সুখ-দুঃখে ছিলাম। এবার প্রার্থী করল না তাতে কিছু যায় আসে না। সৌজন্যে দেখিয়ে ফোন করে বলতে পারত দল। সম্মানের সঙ্গে কাজ করার জন্য বিজেপিতে যোগ দিয়েছি। এখানে আমি প্রার্থী হওয়ার জন্য আসিনি। দল যেরকম বলবে সেই ভাবেই আমি কাজ করব।গোষ্ঠীকোন্দলের কোনও বিষয় নেই। তৃণমূল নেতা তথা তেহট্টের শাসক দলের প্রার্থী তাপস কুমার সাহা বলেন, উনি দলবদল করায় আমাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। এবার আমরা নিশ্চিন্তে জিততে পারব। ওদের দলে কি হবে সেটা ওদের ব্যাপার। হিন্দুস্থান সমাচার/ সোয়েল

করোনা-আক্রান্ত চলচ্চিত্র অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী

মুম্বই, ১২ মার্চ (হি.স.): মারণ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন বলিউড অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী। শুক্রবার বিবৃতি মারফত মনোজ বাজপেয়ীর টিম জানিয়েছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ায় এই মুহূর্তে বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন অভিনেতা। ইতিমধ্যেই মনোজের নতুন প্রোজেক্ট ডেসপ্যাচের ডিরেক্টর কানু বেহল করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। এবার মনোজও কোভিড-১৯ পজিটিভ হলেন।

মনোজের টিমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ডিরেক্টর সংক্রমিত হওয়ার পর মনোজ বাজপেয়ী করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। শুটিং বন্ধ রয়েছে এবং কয়েক মাসের মধ্যেই শুরু হবে। এই মুহূর্তে বাড়িতেই স্বেচ্ছা-নিভৃতবাসে রয়েছেন অভিনেতা এবং সমস্ত কিছু মেনে চলছেন।

সংক্রমণে ফের রেকর্ড, ২,২০৭ বেড়ে ব্রাজিলে মোট মৃত্যু ২৭৩,১২৪ জনের

রিও ডি জেনেইরো, ১২ মার্চ (হি.স.): দৈনিক মৃত্যু ও সংক্রমণে ফের রেকর্ড গড়ল ব্রাজিল। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা কেড়ে নিয়েছে ২ হাজার ২০৭ জনের প্রাণ, এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৮,২৯৭ জন। ফলে বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে ২ লক্ষ ৭৩ হাজারেরও বেশি করোনা-আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার) ব্রাজিলে নতুন করে ২ হাজার ২০৭ জনের মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে করোনায় মৃতের সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৩ হাজার ১২৪-তে পৌঁছেছে।

দূর্ঘটনায় আহত বাইক চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ মার্চ।। আবারো জাতীয় সড়কে বাইক দুর্ঘটনায় আহত বাইক এক চালক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন করইলং এলাকায় রাত আনুমানিক কোন বারোটা নাগাদ পৌনে বারোটা নাগাদ।আহত আহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়নি।সংবাদে জানা যায় ওই ব্যক্তি তেলিয়ামুড়া বাজার থেকে তুইসিন্দ্রাই দিকে যাওয়ার পথে এই যান দুর্ঘটনা ঘটে।পরে দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।তার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে ঐদিন রাতে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতাল স্থানান্তরিত করা হয়।যদিও ওই আহত ব্যক্তির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়নি।

প্রবীণ ও বরিষ্ঠ সাংবাদিক কমল দিক্ষিত প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার তিনি করোনা আক্রান্ত হয়ে মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভুপালে একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় প্রাণ হারিয়েছেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নব প্রজন্মের কাছে দেশের স্বাধীনতার নবজাগরণের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। স্বাধীনতার ইতিহাস নতুন প্রজন্মের অনেকে প্রায় ভুলতে বসেছে। 'আজাদি কা অমত মহোৎসব' পালনের মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের মধ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি অনুভব জাগিয়ে তুলতে হবে। তাদের বুঝাতে হবে যে দেশে আমরা জন্মেছি সে দেশ একদিন পরাধীন ছিল। দীর্ঘ প্রায় ২০০ বছর এই দেশের মানুষকে পরাধীনতার লা'নার শিকার হতে হয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষকে লড়াই করতে হয়েছে। আত্মবলিদান দিতে হয়েছে। বহু যুবকের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়েই আমরা আজ স্বাধীন দেশের নাগরিক ও বাক-স্বাধীনতার অধিকারী হতে পেরেছি। আজ সকালে উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে আজাদি কা অমত মহোৎসবের সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব মন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, বিধায়ক মিমি মজমদার, ত্রিপুরা স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. অরুনোদয় সাহা। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সারা দেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যেও 'আজাদি কা অমত মহোৎসব' উদযাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ থেকে ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সারা রাজ্যে এ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দেশাত্ববোধক সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান, অংকন প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য আরও নানা কর্মসূচি আয়োজিত হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকের দিনেই জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নেত'ত্বে 'ডাণ্ডি অভিযান'র সূত্রপাত হয়। তাই এই দিনটির মরণেই এবছর দেশের স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদি 'আজাদি কা অমত মহোৎসব'-এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি রূপায়ণের ঘোষণা দিয়েছেন। সারা দেশের সাথে আমাদের রাজ্যেও নানা কর্মসূচিতে এই উৎসব উদযাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আজ রাজ্যের সবকয়টি জেলায় এই কর্মসূচির সূচনা করা হচ্ছে। সারা বছর ধরে রাজ্যের প্রতিটি ব্লক স্তর পর্যন্ত এই কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর এই কথাগুলি নতুন প্রজন্মের কাছে খুব একটা অনুভুতি জাগায়না। এমনকি আজকের নজওয়ানরাও দেশের রাষ্ট্রনীতি, দেশের প্রতি প্রেম ও স্বাধীনতার অনুভুতি তেমন করে উপলব্ধি করতে পারে না। সেইসব লক্ষ্য রেখেই ঠিক করা হয়েছে স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তিতে হবে 'আজাদি কা অমত মহোৎসব'। বছরব্যাপী আয়োজিত হবে দেশের দুর্বল মানুষকে সবল করার নানা সামাজিক কর্মসূচি। আয়োজিত হবে নানা দেশাত্ববোধক সাংস্ক'তিক কর্মসূচি।

এই সব কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নব প্রজন্মের কাছে দেশের স্বাধীনতার নবজাগরণের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। তাদের মধ্যে দেশাত্ববোধক মানসিকতা তৈরী করা হবে। দেশের মাটির প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা সৃষ্টি করা হবে। দেশের আদর্শ ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধার ও শিক্ষার মানসিকতা তৈরী করা হবে। এই লক্ষ্যে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ডাণ্ডি অভিযান স্বাধীনতা সংগ্রামেরই একটি অংশ। তাই স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তির কর্মসূচির সূচনার দিন হিসাবে এই দিনটিকে নির্বাচন করা হয়েছে। বক্তব্য শেষে মুখ্যমন্ত্রী এই কর্মসূচির সফলতা কামনা করে সকলকে মেকিং ইণ্ডিয়ার কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথির বক্তব্যে রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা বলেন, আমাদের দেশ যে স্বাধীন হয়েছে, এবছর তার ৭৫ বছর পূর্তি হতে চলেছে। এই ৭৫ বছরে এইদেশ ও দেশের মানুষের অগ্রগতি ও গুনাগুণ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এজন্য দেশের মানুষকে অনেক লড়াইও করতে হয়েছে। তাই দেশের অগ্রগতির জন্য মানুষকে আরও লড়াই করতে হবে। বিশ্বের দরবারে এদেশকে আরও উজ্জল থেকে উজ্জলতর করে তুলতে হবে। বিশেষ করে আগামী দিনে রাষ্ট্রের ধারক ও বাহক যুবসমাজকে উন্নত মানসিকতায় গড়ে তুলতে হবে। এই লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর 'আজাদি কা অমত' মহোৎসবের ঘোষণা বড়ই চমৎকার ও অভিপ্রেত ঘোষণা। এই কর্মসূচির জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি এই মহোৎসবের সফলতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন স্টেট হায়ার এডুকেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান অরুণোদয় সাহা। স্বাগত ভাষণ দেন তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের বিশেষ সচিব অভিষেক চন্দ্রা। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন নাদপীঠ সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীরা। যুববিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের যোগা প্রশিক্ষণার্থীরা যোগা প্রদর্শন করেন। এছাড়া উত্তরা ডান্স একাডেমী এবং নববোধন সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীরা অনুষ্ঠানে মনো' দেশাত্ববোধক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তর এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা প্রশাসন।

ত্রিপুরা সায়েন্স এণ্ড ম্যাথমেটিকস ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনিশনে মোট ৪৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ মার্চ।। রাজ্যের নবম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও গণিতের প্রতি বিশেষ উৎসাহ প্রদান সহ উক্ত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের ভীতি কমানোর পাশাপাশি জাতীয় ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্পতি আয়োজিত ত্রিপুরা সায়েন্স এণ্ড ম্যাথমেটিকস ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনিশনে মোট ৪৩৫ জন ছাত্রছাত্রী নির্বাচিত হয়েছে। এরমধ্যে বিজ্ঞানে ২১২ জন এবং গণিতে ২২৩ জন কৃতকার্য হয়েছে। আজ সচিবালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সায়েন্স এণ্ড ম্যাথমেটিকস ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনিশনে কৃতকার্য ৪৩৫ জন ছাত্রছাত্রী প্রতিমাসে ৫০০ টাকা করে ১৫ মাস পর্যন্ত স্কলারশিপ পাবেন। স্কলারশিপের পাশাপাশি জাতীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতিস্বরূপ তাদের অনলাইনে কোচিং দেওয়া হবে। জাতীয় পর্যায়ে পরীক্ষা নেওয়া পর্যন্ত এই অনলাইন কোচিং দেওয়া হবে। তিনি জানান, ত্রিপুরা সায়েন্স এণ্ড ম্যাথমেটিকস ট্যালেন্ট সার্চ এগজামিনিশনে রাজ্যের ২৫টি বিদ্যালয়ের প্রতিটি থেকে ৫ জন বা তার বেশি ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষায় ক'তকার্য হয়েছে। এরমধ্যে ১১টি সরকারি বিদ্যালয়, ১০টি বেসরকারি বিদ্যালয়, ২টি সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয় এবং ২টি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়। এই ২৫টি বিদ্যালয়কে ১ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ৪৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে ৫০০ টাকা করে ১৫ মাস পর্যন্ত স্কলারশিপ দেওয়া বাবদ ব্যয় হবে ৩২ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা। এই ক্ষেত্রে ত্রিপুরার এস সি ই আর টি'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং প্রশংসনীয় বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, করোনাকালে 'ইন্সপায়ার মানক' নামে একটি স্কিম চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা এসসিইআরটি কে এরজন্য নোডাল এজেন্সি করা হয়েছে। তিনি জানান, ভারতবর্ষের প্রথম রাজ্য হিসাবে ত্রিপুরা অনলাইন স্টেট লেভেল এ'বিশান এণ্ড প্রোজেক্ট কম্পিটিশন সম্পন্ন করেছে এই 'মানক' অ্যাপ এর মাধ্যমে। এই অনলাইন প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৫ জন সফল প্রতিযোগীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই ৫ জন প্রতিযোগীর প্রত্যেককে ২৫ হাজার টাকা করে প্রস্তুতির জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানান। রাজ্যকে শিক্ষা ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

হবে। অন্যদিকে অভিযুক্ত ইমান হোসেন উত্তেজিত জনতার গণপ্রহারে আহত হয়।তাকেও হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি কর হয়েছে। স্থানীয় একটি সূত্রে জানা যায় ,নেশা কারবারের টাকার বাটোয়ারা নিয়ে এই ঘটনা।এ ঘটনার জেরে পুরো এলাকা জুড়ে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্ত খুবই বিপদজনক ও সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং বেকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার সামিল। এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বিপ্লব দেবের নেতৃত্বে বিজেপি-আইপিইএফটি জোট সরকার আউটসোর্চিং-র সূচনা করেনি। অতীতে একাধিকবার ওই নিয়মে লোক নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার-ই তার সূচনা করে গেছে।

তাঁর কথায়, ২০১১ সালে তদানীন্তন বামফ্রন্ট আইন প্রণয়ন করেছে। তাতে, বিশেষ ক্ষেত্রে লোক নিতে আউটসোর্চিং-র বিধান রয়েছে। শুধু তাই নয়, ২০১৭ সালে পুণরায় ওই আইন সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু, আউটসোর্চিং-কে বাদ দেওয়া হয়নি। তিনি জানান, বাং আমলে জাইকা প্রকল্পে আউটসোর্চিং-এ ৯০০ লোক নিয়োগ করা হয়েছে। অথচ, সমস্ত কিছু জেনেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অনর্গল মিথ্যা বলে গেলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার লোক নিয়োগে স্বচ্ছতার প্রশ্নেই এজেন্সি-র মাধ্যমে আউটসোর্চিং-র ব্যবস্থা হোক চেয়েছে। তাই, কিছু সংস্থা-কে নথিভুক্ত করেছে। কিন্তু, কোন স্থায়ী পদে আউটসোর্চিং করবে না ত্রিপুরা সরকার।

তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় প্রকল্প, জরুরি ভিত্তি-তে লোক নিয়োগ এইসব ক্ষেত্রে আউটসোর্চিং-এ লোক নেওয়া যাবে। তবে, নির্দিষ্ট একটি সময়ের জন্য। এক্ষেত্রে স্থায়ী পদেও আউটসোর্চিং-এ লোক নিয়োগ করা যাবে। তবে, সীমিত সময়ের মধ্যে ওই স্থায়ী পদে লোক নিয়োগের সাপেক্ষে আউটসোর্চিং-এ নিযুক্তি সম্ভব হবে।

তিনি আক্ষেপ করে বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী-র বক্তব্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। এডিসি নির্বাচনে যুব সম্প্রদায় এবং বেকারদের ক্ষেপিয়ে তোলার উদ্দেশ্যেই ইচ্ছে করে মিথ্যা কথা বলেছেন। কারণ, নিজেদের সরকারে থাকাকালীন প্রণীত আইন সম্পর্কে তিনি অবগত নন তা ভাবতে অসুবিধা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, তিনি জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলি চালানোর জন্য এখন পর্যন্ত নিয়মিত, স্থির বেতন, আউটসোর্সিং এবং ডাই ইন হারনেস মিলিয়ে সর্বমোট ৭ হাজার ৫৫১ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্যে ৫,০৩৯টি ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন হয়েছে। এই শিল্প সংস্থাগুলিতে ৬৪৪ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৩০,১৬৬ জনের। সরকারের তিন বছর মেয়াদে ৪২ হাজার ২৩ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্কিল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৭ হাজার। তাছাড়াও অনেকেই স্বরোজগারী হয়েছেন।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

আশা রানী রিয়াং বিনা চিকিৎসায় ঘরে পড়ে আছে। যদিও এই খবর চড়াও হতেই মান বাঁচাতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক চন্দন দেববর্মা ঘটনাস্থলে ছুটে যান। তাও দীর্ঘ ১০ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর। এ বিষয়ে ওই এলাকারই এক যুবক অভিমুন্য দেববর্মা জানান, দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় স্বাস্থ্যকর্মীদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে আছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক কোন ধরনের কর্মশালায় করা হচ্ছে না বেশ কয়েক মাস ধরে। টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না ওই এলাকার অসুস্থ রোগীরা। শুধু তাই নয় ১৮ মুড়া পাহাড় এর জুমিয়া পরিবারগুলো অনেক স্থানেই অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে বিনা চিকিৎসায়। শুধুমাত্র টাকা পয়সার অভাবে চিকিৎসা কেন্দ্রে আসতে পারছে না। এমনটাই জানালেন এলাকার একাংশ জনগণ। এ কথা বলা বাহুল্য যে প্রতি বছরই এই শুখা মরশুম শুরু হতেই বিভিন্ন ধরনের জলবাহিত রোগ দেখা দিত ওইসব প্রত্যন্ত এলাকা গুলিতে।

নীরব

● প্রথম পাতার পর

পালন করছে এমনটাই লোকজনদের দেখাচ্ছে।কিন্তু মন্দিরের পিছনের জায়গায় প্রকাশ্যে চলছে জুয়ার রমরমা ব্যবসা। আশ্রমটিলা শিব চতুর্দশী মেলা প্রাঙ্গণ শান্তির বাজার শহর থেকে ডিল ছোঁড়া দুরত্বে। জানা যায় জুয়া খেলার নেপথ্যে এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলার জড়িত রয়েছেন। এখন দেখার বিষয় জুয়ারীদের আটক করতে পুলিশ কতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করে। নাকি জুয়াড়িদের কাছ থেকে টু পাইস কামাই করার জন্য পুলিশ নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতিসৌধ হোক অথবা পাইকা আন্দোলনের স্মরণে স্মৃতিসৌধ হোক, সমস্ত কাজ হয়েছে। লোকমান্য তিলকের পূর্ণ স্বরাজ, আজাদ হিন্দ ফৌজের দিল্লি চলো আহ্বান, ভারত ছাড়ো আন্দোলন দেশ কখনও ভুলতে পারবে না। মঙ্গল পান্ডে, তাতিয়া টোপি, রানী লক্ষ্মীবাঈ, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, পণ্ডিত নেহেরু, সর্দার প্যাটেল, আম্বেদকরের প্রত্যেকের দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বর্তমানে ভারতের প্রাপ্তি শুধুমাত্র নিজস্ব নয়, বরং সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করার প্রচেষ্টা, সমগ্র মানবতার প্রত্যাশা পুনরুজ্জীবিত করার। ভারতের আত্মনির্ভরতা থেকে আমাদের বিকাশ যাত্রা সমগ্র বিশ্বের উন্নয়ন যাত্রাকে গতি দিতে চলেছে। করোনাকালে তা প্রমাণিতও হয়েছে। মানবতাকে মহামারীর সঙ্কট থেকে বাঁচাতে, ভ্যাকসিন তৈরিতে ভারতের আত্মনির্ভরতায় সমগ্র বিশ্ব লাভবান হয়েছে।' অনুষ্ঠান শেষে আহমেদাবাদ থেকে ডান্ডি পর্যন্ত ''পদযাত্রা''-র সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

২২ জনকে

● প্রথম পাতার পর

একইভাবে নিখোঁজ হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আখাউড়া থানাধীন গুড়ি গ্রাম-র বাসিন্দা শালীনতারা বেগম। আজ তাকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আসেন তার ভাই জয়নাল আবেদিন। তিনি বলেন, ১৩ বছর আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন শালীনতারা বেগম। এরপর অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পাওয়া যায়নি। অবশেষে ভারত সরকার ও বাংলাদেশ সরকার-র সহায়তায় তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দুই পরিবারের সদস্যই ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

এদিন আগরতলা স্থিত বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার বলেন, তারা দুজনই মডার্ন সাইকিয়াট্রিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শারীরিক এবং মানসিক ভাবে সুস্থ হওয়ায় তাদের এখন স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তারা কিভাবে ত্রিপুরায় এসেছেন সে-বিষয়ে সুনির্দিষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য কিছুই জানা সম্ভব হয়নি। তবে, তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হওয়ার কারণেই পথ ভুলে ত্রিপুরায় এসে পড়েছিলেন। তিনি জানান, আগরতলায় ওই হাসপাতালে আরও ২২ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাদের মধ্যে ১২ জন মোটামুটি সুস্থ। তাদের নাগরিকত্ব যাচাই করে দেখা হচ্ছে। নাগরিকত্ব যাচাই হলে তাদেরও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে প্রক্রিয়া নেওয়া হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বাকি ১০ জন সুস্থ হয়ে উঠলে তাদেরও স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

কলেজটিলায়

● প্রথম পাতার পর

টাকা পয়সা দুর্বৃত্তরা হাতিয়ে নিয়ে গেছে বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে তথ্য দিতে গিয়ে তার এক নিকট আত্মীয় জানান মহিলা একাই বাড়িতে থাকতেন। গৃহপরিচারিকাকে গত ১ তারিখ ছেড়ে দিয়েছেন। মহিলার বাড়িতে দুর্বৃত্তরা হামলা চালানোর পর বাইরের দিকে তালা লাগিয়ে তাকে ঘরের ভেতর আবদ্ধ করে রেখে চলে গেছে। অসহায় মহিলা শেষ পর্যন্ত গৃহপরিচারিকাকে বিষয়টি জানান এবং তাকে আসার জন্য বলেন। তখনই পরিচারিকা বিষয়টি আক্রান্ত মহিলার এক নিকট আত্মীয়কে জানান।

ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ টিলা আউট পোস্টের পুলিশ আক্রান্ত মহিলার বাড়িতে যায় এবং ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোজ খবর নেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের হদিশ পায়নি। আক্রান্ত জানান তিনি চিনতে পারেননি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দাবিয়ে রাখা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান রাজ্য সরকার প্রধানমন্ত্রীজির সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস এই মন্ত্রধারায় প্রভাবিত হয়ে রাজ্যের জনগণের সঠিক কল্যাণে কাজ করছে। যারা ভালো কাজ করছে তাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে রাজ্য সরকার রাজ্যকে স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, যোগাযোগ সহ প্রতিক্ষেত্রেই দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে। টি বি রোগ নিরাময়ে ত্রিপুরা এখন ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথমস্থানে রয়েছে। আয়ুমান প্রকল্প রূপায়ণেও ত্রিপুরা উত্তর পূর্বা'লের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে। তিনি বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকার গত তিন বছরে রাজ্যের ২৪.৬ শতাংশ পরিবারে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু দেখা গেছে বিগত সরকার তাদের ৩৫ বছরের সময়কালে মাত্র ২.৫ শতাংশ পরিবারে পানীয় জলের ব্যবস্থা করেছিল। শুধু তাই নয় বিগত সরকারের আমলে রাজ্য সরকার অধিগৃহীত সংস্থাগুলিকে অলাভজনক সংস্থায় পরিণত করা হয়েছিল।

সেগুলিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করার কোনও উদ্যোগ নেয়নি তৎকালীন সরকার। বর্তমান সরকারের ৩ বছরের সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন পি এস ইউ এবং সমবায় সমিতিগুলিকে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বর্তমানে ১৬ তলাবিশিষ্ট বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে এবং লাইট হাউস প্রকল্পে ১ বছরের মধ্যে এক হাজার ঘর তৈরী করা হবে। তিনি বলেন, আজ যে ৫টি কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে সেগুলিও মডেল ত্রিপুরা গড়ার ক্ষেত্রে অন্যতম পদক্ষেপ।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান যুগ হল তথ্য প্রযুক্তির যুগ। রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবা সহ বিভিন্ন বিষয়কে অনলাইনের আওতায় আনার লক্ষ্যে কাজ করছে। কাজে নিষ্ঠা ও ইতিবাচক মনোভাব তৈরী করার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আজ যে সমস্ত কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়েছে সেগুলি রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণের নিকট পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রচার অভিযানের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা বলেন, আজকের দিনটি আগরতলাবাসীর জন্য নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক দিন। কারণ আজ থেকে আগরতলা পুর নিগম এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডে সাব সেন্টার চালু করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর স্বাস্থ্য পরিষেবাকে সমাজের শেষ প্রান্তের ব্যক্তির নিকট পৌঁছানোর লক্ষ্যে কাজ করছেন। করোনা অতিমারির সময়ও রাজ্যের চিকিৎসকগণ সহ স্বাস্থ্যকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। কোভিড টিকাকরণেও রাজ্য দেশের মধ্যে ভালো অবস্থানে রয়েছে।

স্বাগত ভাষণে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল বলেন, আগরতলা শহর এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও মজবুত করার লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ডে সাব সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। এখন শারীরিক সমস্যার জন্য জনসাধারণকে জিবি ও আইজিএমে ছুটে যেতে হবে না এবং অতি সহজেই হাতের নাগালে নূন্যতম স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করার নিশ্চিত সুযোগ পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী মিশন দৃষ্টি প্রকল্পে বিপিএলভুক্ত চল্লিশোর্ধ ১ লক্ষ ৬৬ হাজার ৫০০ জনকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এএনএম এবং সিএইচও-দের অনমোল ট্যাবলেট প্রদান করা হবে। আশাকর্মীদের কাজের সুবিধার্থে তাদের মার্টফোন প্রদান করা হবে। তিনি আরও বলেন, কিশোরী সূচিতা অভিযানে রাজ্যের সমস্ত সরকারি বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৫২ জন ছাত্রীকে বিনামূল্যে সেনিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে এবং জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মেম্বার সেক্রেটারি ডা. কমল রিয়াং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডা. শুভাশিষ দেববর্মা, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধ দপ্তরের অধিকর্তা ডা. রাধা দেববর্মা এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা অধিকারের অধিকর্তা ডা. চিন্ময় বিশ্বাস।

আজ অনুষ্ঠান মঞ্চে রাজ্যের ৯টি হাসপাতালকে সর্বোচ্চ আয়ুমান কার্ড প্রদানকারীর নিরিখে পুরস্কৃত করা হয়। সেগুলি হল অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওন্যাল ক্যান্সার হাসপাতাল, বিশালগড় মহকুমা হাসপাতাল, খোয়াই জেলা হাসপাতাল, তুলামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কলাছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মনুবাজার গ্রামীণ হাসপাতাল, নিহারনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ছৈলেংটা মহকুমা হাসপাতাল এবং কা'নপুর মহকুমা হাসপাতাল। এছাড়াও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারকে কায়াকল্প পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার স্বরূপ তাদের হাতে অভি'নপত্র এবং অর্থরাশির চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। এছাড়াও অনুষ্ঠান মঞ্চে ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের এএনএম এবং সিএইচও-র হাতে অনমোল ট্যাবলেট, ২ জন আশাকর্মীর হাতে স্মার্টফোন এবং ২ জন সুবিধাভোগীর হাতে চশমা তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

এদিকে আজ সকালে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ধলেশ্বর হেলথ এণ্ড ওয়েলনেস সেন্টারের উদ্বোধন করেন। সে সময় স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা সহ স্বাস্থ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

দলনেতা

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্নদের জন্য ৩৫টি, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্নদের জন্য ১২টি এবং স্নাতক ও তার অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্নদের জন্য ৩৯টি পদ রয়েছে। তিনি বলে, ওই সমস্ত পদে সরকারি পে স্কেল অনুযায়ী বেতনের স্তর রয়েছে সর্বনিম্ন ১৬০০০ টাকা থেকে শুরু করে ৩৭০০০ টাকা। কিন্তু, এ-বিষয়ে ওই মেমোরেন্ডাম-এ কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। বরং ওই মেমো অনুযায়ী সর্বনিম্ন ৭২৮০ টাকা এবং সর্বোচ্চ ১৭০৬৮ পাবেন কর্মী-রা। তাতেই, সর্বনিম্ন ১৪৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩৪১ টাকা প্রতি মাসে দিতে এজেন্সি-কে।

মানিক সরকারের কথায়, ওই মেমোরেন্ডাম থেকে অনেক বিষয় অস্পষ্ট রয়েছে। কারণ, তাদের নিযুক্তি, মহার্ঘ্য ভাতা কে দেবে, চাকুরীর মেয়াদ কতদিন থাকবে, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রেচ্যুয়িটি থাকছে কিনা, এ-সমস্ত বিষয়ে খোলসা করে কিছুই জানানো হয়নি। তাতে স্পষ্ট, গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি নিয়োগে সরকারের সরাসরি কোন দায়িত্ব নেই, ক্ষোভের সূরে বলেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা বলেন, বিজেপি-র ভিশন ডকুমেন্ট-র সাথে বর্তমান পরিস্থিতি-র কোন মিল খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। প্রত্যেক ঘরে চাকুরী, অনিয়মিতদের নিয়মিতকরণ, এক বছরে ৫০ হাজার শূন্যপদ পূরণ, একটা প্রতিশ্রুতিও রাখেনি শাসক দল। তাঁর কটাক্ষ, ওই মেমোরেন্ডাম থেকে সাফ বোঝা যাচ্ছে, ত্রিপুরা সরকার কর্মচারীদের ব্যবহার করো এবং কাজ শেষে ছুড়ে ফেলে দাও এই নীতি গ্রহণ করেছে। তাঁর মতে, ত্রিপুরা সরকারের ওই সিদ্ধান্ত বিপদজনক ও সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং বেকারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা-র সামিল। তাই, তিনি ওই মেমোরেন্ডাম প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন।

এদিন তিনি জানান, বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ করা হয়েছে। শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কাজের জন্যই চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ করা হয়েছে।

চেষ্টা

● প্রথম পাতার পর

কাজে রাজধানীতে যায়। এ নির্জনতার সুযোগে নাবালিকার বাড়িতে ঢুকে প্রতিবেশী লম্পট জহরলাল দাস। নাবালিকা স্কুল ছাত্রী জানায় ,ওই সময় সে স্নান করতে গিয়েছিল। জহরলাল দাস এসে তার কাছে পান খেতে চায়। ওই সময় তার কথামতো নাবালিকা পান আনতে যায়। তখনই প্রতিবেশী লম্পট জহরলাল দাস তাকে পেছন দিক থেকে ধরে অপকর্ম চালাতে তৎপর হয়। নাবালিকা চিৎকার চেচামেচি করায় পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে তাকে রক্ষা করেন।

এ ব্যাপারে বিশালগড় মহিলা থানাতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখন দেখার বিষয় পুলিশ এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ক্রীড়াঙ্গন

সাদা বলে অশ্বিনের সুযোগ দেখছেন না কোহলি

টেস্ট দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রবিচন্দ্রন অশ্বিন ভারতের সীমিত ওভারের দলে সুযোগ পান না তিন বছরের বেশি সময় ধরে। এই অফ স্পিনিং অলরাউন্ডারের সাদা বলের দলে ফেরার সুযোগ দেখছেন না বিরাট কোহলি। ভারত অধিনায়কের মতে, রঙিন পোশাকের দলে অশ্বিনকে নেওয়ার জায়গায়ই নেই। অশ্বিন ভারতের হয়ে সবশেষ সাদা বলের ম্যাচ খেলেছেন ২০১৭ সালের জুলাইয়ে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টিতে। লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চেহেল ও চায়নাম্যান কুলদিপ যাদব ওয়ানডেতে ভারতের প্রথম পছন্দ। টি-টোয়েন্টিতে অধিনায়কের আস্থা অর্জন করেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তাই জায়গা হয়েছে সুন্দরের, নেই অশ্বিন। শুক্রবার হতে যাওয়া প্রথম টি-টোয়েন্টির আগের দিন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে এই প্রসঙ্গে কোহলি জানান, একই মানের দুই ক্রিকেটারকে দলে নেওয়া সম্ভব নয় তাদের। "ওয়াশিংটন খুব ভালো খেলছে। দলে একই সামর্থ্য ও মানের দুই জনকে নেওয়া যায় না। যতক্ষণ না ওয়াশি (সুন্দর) খুবই বাজে একটি মৌসুম পার করে এবং সময় খারাপ যায়... যুক্তি দিয়েও প্রশ্ন করতে হবে। অ্যাশকে (অশ্বিন) দলে নিয়ে কোথায় খেলাব, যেখানে ওয়াশিংটন সুন্দরের মতো একজন ওই কাজটিই করছে দলের জন্য। প্রশ্ন করা সহজ, তবে এর জন্য যৌক্তিক ব্যাখ্যা থাকতে হবে।" ভারতের হয়ে ১১১ ওয়ানডে ও ৪৬ টি-টোয়েন্টিতে যথাক্রমে ১৫০ ও ৫২ উইকেট নিয়েছেন অশ্বিন। অভিজ্ঞতার দিক থেকে তার থেকে বেশ পিছিয়ে ২৬ টি-টোয়েন্টি ও একটি ওয়ানডে খেলা সুন্দর। তবে গত কয়েক বছরে সাদা বলে অশ্বিনের চেয়ে পারফরম্যান্সে সুন্দর এগিয়ে। ২০১৭ সালের আইপিএল থেকে ৫২ টি-টোয়েন্টিতে অশ্বিন ওভারপ্রতি ৭.৫৯ রান দিয়ে উইকেট নিয়েছেন ৪৮টি, রান করেছেন ২৭৭। এই সময়ে অফ স্পিনে সুন্দর ৮৭ ম্যাচ খেলে ৬৭ উইকেট নিয়েছেন ওভারপ্রতি ৬.৬১ রান দিয়ে। নতুন বলে বেশ কার্যকর সুন্দর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তার পথচলা শুরু ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে। এরপর থেকে দেশের হয়ে পাওয়ার প্লেতে ২১ টি-টোয়েন্টিতে উইকেট নিয়েছেন ১৩টি। এই সময়ে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দলের মধ্যে সুন্দরের চেয়ে কেবল ৬ জন বোলার প্রথম ছয় ওভারে বেশি উইকেট নিয়েছেন। নিউ জিল্যান্ডের টিম সাউদি ৩৮ টি-টোয়েন্টিতে ২১ উইকেট নিয়ে আছেন শীর্ষে। জাতীয় দল কিংবা আইপিএলে ব্যাট হাতে এখনও নিজেকে প্রমাণের খুব একটা সুযোগ পাননি সুন্দর। তবে তামিল নাড়ু প্রিমিয়ার লিগে ও তামিল নাড়ু রাজ্য দলের হয়ে বেশ কিছু ম্যাচ জেতানো ইনিংস আছে তার। সম্প্রতি টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ব্যাট হাতে আলো ছড়িয়েছেন তিনি, দুইবার সেঞ্চুরির দুয়ারে গিয়ে ফিরে এসেছেন সঙ্গীর অভাবে।

রিয়ালে আসলে মেসিকে নিজ বাড়িতে রাখতে চান রামোস

লিওনেল মেসির সম্ভাব্য দলবদলের গুঞ্জনে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবের নাম। সেটা যদি হয় রিয়াল মাদ্রিদ? ব্যাপারটা অসম্ভব কল্পনাই বটে। অন্তত সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ের দলটির অধিনায়ক সের্হিও রামোস এমনটিই মনে করেন। তবে তা কোনোভাবে সত্যি হলে বার্সেলোনা অধিনায়ককে স্বাগত জানাবেন তিনি। এমনকি আর্জেন্টাইন তারকাকে নিজ বাড়িতে রাখার প্রস্তাবও দিয়ে রাখলেন এই স্প্যানিয়ার্ড। আগামী ৩০ জুন শেষ হবে বার্সেলোনার সঙ্গে মেসির চুক্তির মেয়াদ। সম্প্রতি এক ভার্চুয়াল সাক্ষাৎকারে ক্যারিয়ারের বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা বলেন রামোস।

সেখানেই রেকর্ড ছয়বারের বর্ষসেরা ফুটবলারের রিয়ালে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয় অভিজ্ঞ এই ডিফেন্ডারকে। "মেসিকে রিয়াল মাদ্রিদে স্বাগত জানাতে পারলে খুব খুশি হতামসেক্ষেত্রে প্রথম কয়েক সপ্তাহ তাকে আমার বাড়িতে রাখার সব ব্যবস্থাও করব।" "তার সেরা সময়ের বছরগুলোতে তাকে সামলাতে আমাদের বেগ পেতে হয়েছিল। তাই তার মুখোমুখি না হতে হলে ভালোই হবেসে আমাদের জিততে ও আরও সাফল্য পেতে অবদান রাখতে পারবে।" এ মৌসুম শেষে রামোসের চুক্তিও শেষ হবে রিয়ালের সঙ্গে। এবার প্রশ্নটা তাই উল্টে গেল; রামোসকে কি বার্সেলোনায় দেখা যেতে পারে? উত্তরের সঙ্গে বাস্তবতাও তুলে ধরলেন রামোস। "কোনো সম্ভাবনা নেই(হুয়ান) লাপোর্তার (বার্সেলোনার নতুন সভাপতি) সঙ্গে আমার সম্পর্কটা দারুণ, কারণ আমি তাকে অনেক পছন্দ করি। তবে জীবনে এমন কিছু জিনিসও আছে যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। যেমন চাভি (এরনান্দেস) বা (জেরার্দ) পিকেকে কখনও রিয়ালে আসতে দেখা যাবে না।"

আবারও সেরা গিনদোয়ান ও গুয়ার্দিওলা

প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে ম্যানচেস্টার সিটি ছুটছে দুর্দান্ত গতিতে। দলের সঙ্গে দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলেছেন ইলকাই গিনদোয়ান। সেই ধারাবাহিকতায় প্রতিযোগিতাটির ফেব্রুয়ারির মাসেরও সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন এই জার্মান মিডফিল্ডার। মাসের সেরা কোচেও নেই পরিবর্তন; এবারও পুরস্কারটি জিতেছেন সিটির পেপ গুয়ার্দিওলা। ক্লাবটির প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই মাসের সেরা খেলোয়াড় হলেন গিনদোয়ান। ফেব্রুয়ারিতে মোট ছয়টি লিগ ম্যাচ খেলে সবকটিতে জিতেছে সিটি। এ সময়ে চারটি গোল করার পাশাপাশি একটি করান গিনদোয়ান। আবারও পুরস্কারটি পেয়ে গর্বিত গিনদোয়ান। তবে বেশি খুশি এমন অসাধারণ এক দলের সদস্য হতে পেরে, বলেন ৩০ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়। "আশা করি, এভাবে আমরা এগিয়ে যেতে পারব, শিরোপা জিততে পারব। দল কি চায়, আমি জানি এবং শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাব।" ২৯ ম্যাচে ৬৮ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা সিটি শনিবার পরের ম্যাচে খেলবে অবনমন অঞ্চলের ফুলহ্যামের বিপক্ষে। এক ম্যাচ কম খেলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ৫৪ পয়েন্ট নিয়ে আছে দুই নম্বরে।

রশিদ-হামজার নৈপুণ্যে ফলো অনে জিম্বাবুয়ে

উদ্বোধনী জুটিতে দলকে ভালো শুরু এনে দেন প্রিন্স মাসভাউরে ও কেভিন কাসুজা। বিপর্যয়ে দলের হাল ধরে আশি ছাড়ানো ইনিংস খেলেন সিকান্দার রাজা। কিন্তু তাতেও ফলো অন এড়াতে পারেনি জিম্বাবুয়ে। রশিদ খান, আমির হামজাদের দুর্দান্ত বোলিংয়ে বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিংয়ে নেমেছে দলটি। আবু ধাবির শেখ জায়েদ স্টেডিয়ামে তৃতীয় দিন প্রথম ইনিংসে ২৮৭ রানে গুটিয়ে যায় জিম্বাবুয়ে। ফলো অনে আবার ব্যাটিংয়ে নেমে কোনো উইকেট না হারিয়ে তারা দিন শেষ করেছে ২৪ রান নিয়ে। এখন পিছিয়ে ২৩৪ রানে। রশিদ ও হামজার দারুণ বোলিংয়ে সম্ভাবনা জাগিয়েও ইনিংস বড় করতে পারেননি জিম্বাবুয়ের ব্যাটসম্যানরা। ১৩৮ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন লেগ স্পিনার রশিদ। বাঁ হাতি স্পিনে ৭৩ রানে হামজা নেন তিনটি। আগের দিনের অপরাজিত মাসভাউরে করেন ৬৫ রান। ব্যাটিং ধসে দলের হাল ধরে ৮৫ রান করেন রাজা। বিনা উইকেটে ৫০ রান নিয়ে শুক্রবার দিন শুরু করে জিম্বাবুয়ে। সকালের কঠিন সময় ভালোভাবেই কাটিয়ে দেন দুই ওপেনার মাসভাউরে ও কাসুজা। প্রথম ছয় ওভারে একটি বাউন্ডারি পায় তারা। সপ্তম ওভারে হামজার বলে তিনটি বাউন্ডারি হাঁকান কাসুজা। দেখেশুনেই এগোচ্ছিলেন দুই জন। কিন্তু তাদের জুটি একশ ছোঁয়ার আগেই আঘাত হানেন চোট কাটিয়ে ফেরা রশিদ। যদিও দায় আছে ব্যাটসম্যানেরও। অফ স্টাম্পের বাইরের বল তাড়া করতে গিয়ে কিপারের হাতে ধরা পড়েন ৬ চারে ৪১ করা কাসুজা। ভাঙে ৯১ রানের উদ্বোধনী জুটি। মাসভাউরে ও তারিসাই মুসাকান্দার ব্যাটেও বড় জুটি গড়ার সম্ভাবনা জাগে। কিন্তু ১১৭ বলে ফিফটি করা মাসভাউরেকে ইনিংস বড় করতে দেননি হামজা। ৬৫ রানে বোল্ড হন জিম্বাবুয়ে ওপেনার। লাঞ্চ বিরতির পর দ্বিতীয় ওভারেই জোড়া আঘাত হানেন সায়েদ শিরজাদ। পরপর দুই বলে তিনি ফেরান আগের ম্যাচে সেঞ্চুরি করা প্রতিপক্ষ অধিনায়ক শন উইলিয়ামস ও ওয়েসলি মাধেভেরেকে। আর রশিদের গুগলিতে এলবিডব্লিউ হন ৪১ রান করা মুসাকান্দা। পরের ওভারেই হামজার শিকার রায়ান বার্ল।

রেজিস চাকাভা খেলতে থাকেন আক্রমণাত্মক। রশিদকে মারেন টানা তিন চার। এই লেগ স্পিনারের পরের ওভারে আবারও হাঁকান দুই বাউন্ডারি। শেষ পর্যন্ত ৩৩ বলে ৩৩ করা এই ব্যাটসম্যান আউট হন রশিদের বলেই। এক প্রান্ত আগলে রেখে ব্যবধান কমাতে থাকেন রাজা। ৮১ বলে তুলে নেন ফিফটি। শেষ ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হন তিনি। রশিদকে ছক্কায় ওড়ানোর চেষ্টায় ধরা পড়েন বাউন্ডারিতে। থামে তার ১২৯ বলে ৭ চার ও এক ছক্কার ইনিংস। ফলো অনে শেষ বেলায় আবার ব্যাটিংয়ে নেমে কোনো বিপদ ছাড়াই ১৩ ওভার কাটিয়ে দেন মাসভাউরে ও কাসুজা।

কাতারেই বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচ

শেষ তিনটি হোম ম্যাচ নিজেদের মাঠে খেলা হচ্ছে না বাংলাদেশের। এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন (এএফসি) জানিয়েছে, ২০২২ বিশ্বকাপ ও ২০২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের 'ই' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো কাতারে অনুষ্ঠিত হবে। এএফসি শুক্রবার তাদের ওয়েবসাইটে জানায়, ৩১ মে থেকে ১৫ জুনের মধ্যে বাছাইয়ের এশিয়ান অঞ্চলের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে হবে। এএফসির এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আফগানিস্তানের বিপক্ষে নিজেদের মাঠে হোম ম্যাচ খেলার আশা তো বটেই, ওমান ও ভারতের বিপক্ষের হোম ম্যাচ খেলার আশাও শেষ হয়ে গেল বাংলাদেশের। আগের সূচি অনুযায়ী আগামী ২৫ মার্চ আফগানিস্তানের বিপক্ষে, ৭ জুনে ভারতের বিপক্ষে এবং ১৫ জুন ওমানের বিপক্ষে বাছাইয়ের ম্যাচ ছিল বাংলাদেশের। নতুন সূচি অনুযায়ী ভারত ও ওমানের বিপক্ষে ম্যাচের দিনক্ষণ বদলায়নি। আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচটি হবে ৩ জুন। অনিশ্চয়তার শুরুটা হয়েছিল আফগানিস্তান ম্যাচ থেকে। করোনাভাইরাস পরিস্থিতির কারণে দেশটি বাংলাদেশে আসতে রাজি ছিল না। বিষয়টি নিয়ে দেন-দরবারও চলছিল অনেক দিন ধরে। বাংলাদেশ অবশ্য নিজেদের মাঠে খেলার ব্যাপারে অনড় অবস্থানে ছিল। কিন্তু তাতে কাজ হলো না। পাঁচ ম্যাচে চার হার ও এক ড্রয়ে 'ই' গ্রুপে তলানিতে আছে বাংলাদেশ। কলকাতার সল্ট লেক স্টেডিয়ামে ভারতের বিপক্ষে ড্র করে একমাত্র পয়েন্ট পেয়েছিল জেমি ডের দল। বাছাইয়ের বাকি সাত গ্রুপের ম্যাচের নিরপেক্ষ ভেন্যুও দিয়েছে এএফসি। 'এ' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো চীনে, 'বি' গ্রুপের ম্যাচ কুয়েতে, 'সি' গ্রুপের খেলা বাহরাইনে হবে। সৌদি আরব 'ডি' গ্রুপ, জাপান 'এফ' গ্রুপ, সংযুক্ত আরব আমিরাত 'জি' এবং দক্ষিণ কোরিয়া 'এইচ' গ্রুপের বাকি ম্যাচগুলো আয়োজন করবে।

গুনাথিলাকার কাছে ক্ষমা চেয়েছেন পোলার্ড

দানুশকা গুনাথিলাকার বিরুদ্ধে 'অবস্ট্রাক্টিং দা ফিল্ড' আউটের আবেদন করে 'অনুতপ্ত' কাইরন পোলার্ড। ম্যাচের মাঝে বুঝে উঠতে পারেননি ওয়েস্ট ইন্ডিজ অধিনায়ক। পরে তিনি ভিডিও দেখে ভুল বুঝতে পেরে গুনাথিলাকার কাছে ক্ষমা চান বলে নিজেই জানিয়েছেন শ্রীলঙ্কান এই ওপেনার। অ্যান্টিগায় গত বুধবার হওয়া ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ম্যাচের ২২তম ওভারের ঘটনা। পোলার্ডের অফ স্টাম্প ঘেঁষা বল আলতো ডিফেন্স করে রান নিতে উদ্যত হন গুনাথিলাকা। বল ছিল উইকেটেই। গুনাথিলাকা এগিয়ে যান দুই-তিন পদক্ষেপ। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে ছুটে আসা বোলার পোলার্ডকে দেখে থমকে যান তিনি। উল্টো হেঁটেই ক্রিজে ফেরেন বাঁহাতি ওই ব্যাটসম্যান। বল ছিল তার পেছনে। তিনি ক্রিজে ফেরার সময় বল তার পায়ে লেগে সরে যায়। আরেকপ্রান্ত থেকে অভিষিক্ত ব্যাটসম্যান পাথুম নিসানকা ছুটে এসেছিলেন অনেকদূর। তাকে রান আউট করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত। কিন্তু ফিল্ডিং করতে আসা পোলার্ড বলের নাগাল পাননি গুনাথিলাকার পায়ে লেগে সরে যাওয়ায়। সঙ্গে সঙ্গে আবেদন করেন পোলার্ড। টিভি রিপ্লে দেখে তৃতীয় আম্পায়ার দেন আউট। যদিও রিপ্লে দেখে মনে হয়েছে, গুনাথিলাকা বল খেয়ালই করেননি। কারণ বল ছিল তার পেছনে। ক্রিকেটের আইনে আছে, কেউ যদি তার কথা বা কাজ দিয়ে ফিল্ডিং দলের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাধার সৃষ্টি করে বা বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে 'অবস্ট্রাক্টিং দা ফিল্ড' আউট হবে। অনিচ্ছাকৃত বা দুর্ঘটনাক্রমে বাধার সৃষ্টি হলে আউট হবে না। গুনাথিলাকার আউট ইচ্ছাকৃত ছিল না, এমন মন্তব্য করেছেন অনেকেই। পোলার্ডও পরে ওই ঘটনার ভিডিও দেখে উপলব্ধি করেন, লঙ্কান ব্যাটসম্যানের কোনো ভুল ছিল না। নিউজওয়্যারকে

No.F.4-23/ARDD/STY/2020
Dated, Agartala the 08th March,2021.
NOTICE INVITING e-TENDER (e-NIT)

Sealed e-tender is hereby invited for rates of Veterinary Medicine (Proprietary, Herbal & General), Feed Supplement, Mineral Mixture & Vaccine etc. for the year 2021-2022 & 2022-2023 on behalf of the Animal Resources Development Department, Govt. of Tripura.

The details of tender specification and tender documents are made available in the website of http://tripuratenders.gov.in / www.ardd.tripuramic.in.

The last date / time of submission of the tender documents by online is on 30/03/2021 at 4:00 PM.

(Dr. K. Sasikumar)
Director
Animal Resources
Dev. Deptt.

ICA-C-3414/21

Ref: Case OR 12/FPU-Kanchanpur/2020-21 dated 30/01/2021 & RO, Kanchanpur vide his letter No.F.17/OR/RO-KCP/2020-21 & forwarded by SDFO, Kanchanpur vide letter No. F.12-6/KSD/SDFO/OR/2020-21 dated 03.02.2021

Mr. Lalhuma S/O. Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura
VS
The State of Tripura
Sri Debajit Baidya, Forester Addl. I/C, FPU Kanchanpur, Kanchanpur Forest Sub-Division

Date of Order	Case summery	Signature
09.02.2021	**WHEREAS Sri Debajit Baidya, Forester Addl. I/C, FPU Kanchanpur vide** OR-12/FPU-Kanchanpur/2020-21 dated 30.01.2021 and forwarded by the Range Officer, Kanchanpur vide his No.F.17/OR/RO-KCP/2020-21 & forwarded by SDFO, Kanchanpur vide letter No.F.12-6/KSD/SDFO/OR/2020-21 dated 03.02.20221 reported that a vehicle was found in illegal carrying of **Karai** logs **measuring 0.608 cum** without any valid documents and was intercepted and seized vehicle bearing **TR-05-D-1682 on 30.01.2021 at about 7.55 Pm.** as per relevant rules under IFA 1927 and Tripura Forest Amendment Act 1986 in vogue from **Daspara-Kanchanpur Road** area while patrolling along with staffs of FPU Kanchanpur and was brought to the safe custody at FPU Office Complex, Kanchanpur. AND WHEREAS on perusal of facts and circumstances of the case the undersigned is of the opinion that prima fascia case exists for use of the said vehicle in commission, of Forest Offence Under Section 41 & 42 of Indian Forest Act.1927 and rules made there under And therefore, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(86) For/14,469 dt.09/06/1987 of the Govt. of Tripura and No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated 12/02/2015 of the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose of the Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act. 1986 the undersigned contemplated to initiate the confiscation proceeding of the seized vehicle bearing **TR-05-D-1682** **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** have submitted a petition claiming his ownership over the said vehicle with all the relevant documents in support of his claim. THEREAFTER a Show cause notice was issued vide F.3-20 TR-05-A-1682/DFO(N)/DMN-2020-21/10,014-54 dt.03.02.2021. to - **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** legal owner of the seized JCB bearing **TR-05-D-1682** to appear before the undersigned for hearing in person on **09.02.2021 at 2.00 PM** IN response to the notice dated **03.02.2021 Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** in person before the undersigned. Heard the both the sides and during hearing - produced all original documents in support of his claim and in his self statement stated and confessed that a forest offence was committed by in illegal carrying of Karai logs without any valid documents by driver with his knowledge using said vehicle. Further, - **Mr. Lalhuma S/O Mohana, C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** accepted the use of vehicle in commission of forest offence due to lack of knowledge on IFA and forest rules and pleaded guilty and prayed to exonerate him and his driver from said case and release his vehicle as deemed fil by imposing penalty compensation for commission of forest offence as per the provision of the Indian Forest Act. WHEREAS, on perusal of the facts and circumstances of the case, it has been established that the said seized vehicle bearing registration No **TR-05-D-1682** was involved in commission of forest offence by carrying in illegal carrying Karai logs measuring 0.608 cum without any valid documents against forest produce on **30.01.2021** near Daspara-Kanchanpur area under Kanchanpur Forest Sub-Division and North Tnpura District and violated the section 51 A, 41 & 42, 43, 52 and 69 of IFA, 1927. Therefore, it is liable for confiscation under Sub-Section 2 of Section 52(A) of The Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act 1986. AND THEREFORE, in exercise of the power conferred up the undersigned vide notification No.F.13(103)/For/Estt-2014/50233-297 dated 12/02/2015 of the Government of Tripura and No.F.7 (310)/For/FP-2016/25701-474 dated 15/11/2016 of the Govt. of Tripura as Authorized Officer for the purpose of Sub-Section 2 of the Section 52 (A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is hereby ordered, keeping in view of the facts and circumstances of the case And also considering the commitment given by the owner, in his self statement that he would not commit the same in future And considering his prayer on the above condition, the confiscation proceeding is stayed temporarily and OR should be drawn & against owner compounded on realization of **Rs 11,000/- (Rupees Eleven thousand) only.** as valuation of the seized vehicle and **Rs. 1,000/- (Rupees One thousand) only** y as compensation of the said case. The said vehicle may be released on realization of the amount in total on "as is **where** is **basis**" after taking proper receipt from - **Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura** If the said amount is not deposited within 25 days from the date of issue of this order, the said vehicle shall stand confiscated ex-parte. The seized forest produce Karai logs measuring 0.608 cum confiscated to the State of Tripura and Directed **Range Officer, Kanchanpur** to take custody of the seized forest produce and dispose as per existing rule. Issued under my seal and signature on this day **09.02.2021**	**Sd/- 09.02.2021 [H. Vignesh. IFS] Authorized Officer DFO, North**

To,
Mr. Lalhuma S/O Mohana C/O Nelson Reang, Gachirampara, North Tripura

ICA-D-1660/21

শুক্রবার আগরতলায় উমাকান্ত একাডেমি প্রাঙ্গণে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সূচনা হয়েছে। ছবি-নিজস্ব।

ব্রিটিশ নাগরিকদের মায়ানমার ছাড়ার পরামর্শ দিল ব্রিটেন

লন্ডন, ১২ মার্চ (হি.স.) : ব্রিটিশ নাগরিকদের মায়ানমার ছাড়ার পরামর্শ। সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই ক্রমশ জটিল হচ্ছে মায়ানমারের পরিস্থিতি। বিক্ষোভে উত্তাল মায়ানমারে সেনার গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৬০ জনেরও বেশি গণতন্ত্রকামী। এই অবস্থায় নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ওই দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ব্রিটেন।

উল্লেখ্য, ১ ফেব্রুয়ারি আচমকাই দেশের শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নেয় মায়ানমার সেনা। যার প্রতিবাদে পথে নামে দেশের আমজনতা। কোথাও তারা বিক্ষোভ দেখাচ্ছে, তো কোথাও আবার শান্তিপূর্ণ অবস্থান করছে। কিন্তু আন সাং সু কি-পন্থীদের দমনে মরিয়া সে দেশের সেনা। আর সেই কারণেই নির্বিচারে দমন পীড়ন চালাচ্ছে তারা। এপর্যন্ত সেনার গুলিতে ৬০ জনের বেশি প্রতিবাদীর মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি কাঁদানে গ্যাস, জলকামান, রবার বুলেটের আঘাতে অনেকে আহত হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের দেশের নাগরিকদের নিয়ে চিন্তিত ব্রিটেন। ব্রিটেন নিজের দেশের নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ওই দেশ ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে। এবিষয়ে শুক্রবার এক বিবৃতি যোগে ব্রিটিশ বিদেশমন্ত্রক বলেছে, "আমরা ব্রিটিশ নাগরিকদের দ্রুত মায়ানমার ছাড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। অত্যন্ত জরুরি কাজ না থাকলে আপনারা ওই দেশ থেকে বেরিয়ে আসুন।"

বিশ্লেষকদের মতে, গণতান্ত্রিক সরকারকে সরিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর থেকেই পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে টাটমাদাও বা বার্মিজ সেনার। এছাড়া, গণবিক্ষোভ সামাল দিতে সম্প্রতি বিদ্রোহী সংগঠন 'আরকান আর্মি'-কে জঙ্গিগোষ্ঠীর তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়েছে সেনা। এর ফলে ওই সংগঠনটির সঙ্গে লড়াই করে আপাতত শক্তি খরচ করতে হবে না মায়ানমার সেনাবাহিনীকে। এহেন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ নাগরিকদের পণবন্দি করার আশঙ্কা বেড়েছে অনেকটাই। তাছাড়া, দেশজুড়ে বিক্ষোভ ও প্রশাসনের পালটা অভিযানে সে দেশে নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করাটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে লন্ডনের সামনে। তাই আপাতত নিজের নাগরিকদের মায়ানমার ছাড়ার পরামর্শ দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

'ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলে স্থিতিশীলতার ভিত্তি হবে কোয়াড: প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার চতুষ্কোণ (কোয়াড) শীর্ষ নেতাদের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে বলেন যে কোয়াড ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতার ভিত্তি তৈরি করবে। শুক্রবার মার্কিন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের উদ্যোগে আয়োজিত কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনে ভার্চুয়াল বৈঠকে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, তিনি নিজেকে বন্ধুদের মধ্যে পেয়ে খুশি। তিনি বলেছিলেন যে কোয়াড দেশগুলি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং মুক্ত, অন্তর্ভুক্ত এবং উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিবেদিত।

তিনি কোয়াড ধারণাটিকে ইতিবাচক হিসাবে বর্ণনা করে বলেন যে, এটি ভারতের 'বসুধৈব কুটুম্বকম' আদর্শের সাথে খাপ খায়, যেখানে পুরো বিশ্বকে একটি পরিবার হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তিনি করোনার মহামারী মোকাবেলায় ভ্যাকসিন উতাদন, জলবায়ু পরিবর্তন এবং কাট-এজ প্রযুক্তি সম্পর্কে কোয়াড দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতার উপর আরও জোর দিয়েছিলেন।

কোয়াড শীর্ষ সম্মেলনটি প্রথম মার্কিন রাষ্ট্রপতিদ্বারা সম্বোধন করা হয়েছিল। তারপরে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তার বক্তব্য রাখতে আমন্ত্রণ জানান পরে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী ইয়োশিহিদা সুগা তাদের উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

উত্তরাখণ্ড বিজেপির সভাপতি পরিবর্তিত দায়িত্ব পেলেন মদন কৌশিক

নয়াদিল্লি ও দেহরাদুন, ১২ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রীর পর এবার উত্তরাখণ্ডে পরিবর্তিত হল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র রাজ্য সভাপতিও। বংশীধর ভগতকে সরিয়ে উত্তরাখণ্ডের নতুন রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে বিজেপি বিধায়ক মদন কৌশিককে। সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রী তিরথ সিং রাওয়াতের মন্ত্রিসভায় মন্ত্রী হতে পারেন বংশীধর ভগত, তাই তাঁকে রাজ্য সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

হরিদ্বার বিধানসভার চার-বারের বিধায়ক হলেন মদন কৌশিক। পার্বত্য রাজ্যে বিজেপির সবথেকে প্রবীণ বিধায়কও হলেন কৌশিক। একদিকে নতুন রাজপুত মুখ্যমন্ত্রী পেল উত্তরাখণ্ড, অন্যদিকে ব্রাহ্মণ মুখকেই উত্তরাখণ্ড বিজেপির নতুন রাজ্য সভাপতি করা হয়েছে। গত বুধবারই উত্তরাখণ্ডের নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন তিরথ সিং রাওয়াত।

নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে বিজেপি নেতাদের ফের ভিডিও প্রকাশের দাবি

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের পর এবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি। নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহত হওয়ার ঘটনার ফের ভিডিও প্রকাশের দাবি করল বিজেপি। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপি-র এক প্রতিনিধিদল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করে। বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদবের নেতৃত্বে ৮ সদস্যের প্রতিনিধি দল যায় নির্বাচন কমিশনের দফতরে। দলে ছিলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়, জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র, সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, ওম পাঠক প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির অভিযোগ তুলে আজই দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। চক্রান্তের অভিযোগ করা হয় বিজেপির বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের পাল্টা অভিযোগ করতেই নির্বাচন কমিশনে যায় বিজেপি।

হাসপাতল থেকে ছুটি পেলেন মমতা

কলকাতা,১২ মার্চ (হি স): অবশেষে বাড়ির পথে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হুইল চেয়ারে করে বাড়ির পথে রওনা দিলেন মমতা।

বুধবার নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা মুখোপাধ্যায়। এরপরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বুধবার রাতেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভর্তি করা হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। বুধবার বিকেলে নন্দীগ্রামে গিয়ে পায়ে চোট পান তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। চোট লাগা মাত্রই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে আসা হয় কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে। এসএসকেএম হাসপাতালে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে নিয়ে যাওয়া হয় স্ট্রেচারে চাপিয়ে হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডের ভিভিআইপি কেবিনে। এরপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়।

এরই মাঝে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শারিরীক অবস্থা কিছুটা সুস্থ হওয়ায় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পায়ে বিশেষ চটি দিয়ে হুইলচেয়ারে বসে এসএসকেএম থেকে বেরিয়ে এসে নিজের চেষ্টাতেই গাড়িতে উঠে বাড়ি যান মুখ্যমন্ত্রী।

চোখেও অপারেশনের পর সুস্থ হয়ে কাজে ফিরলেন অমিতাভ বচ্চন

মুম্বাই, ১২ মার্চ (হি. স.) : গত সপ্তাহে চোখের অপারেশন হয়েছিল অমিতাভ বচ্চনের। সেই খবর তিনি নিজেই তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন। অবশ্য কিছু দিনের মধ্যে পাশের চোখেও অপারেশন করতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। এখন তিনি সুস্থ। প্রায় এক সপ্তাহ পর ফের কাজে ফিরলেন তিনি।

নিজের ইনস্টাগ্রামে একটা ছবি পোস্ট করেছেন বিগ বি। সেই ছবিতে দেখা যাচ্ছে একটি মাইক্রোফোনের সামনে তিনি বসে আছেন। কোনও কিছু রেকর্ডিং করছেন। বোঝাই যাচ্ছে কাজে ফিরেছেন বিগ বি। তাঁর নাতনি নব্যা নন্দা শুভেচ্ছা জানিয়ে 'দাদু' অমিতাভ বচ্চনের পোস্টে গিয়ে লিখেছেন 'আমি তোমাকে ভালবাসি'।

খুব শীঘ্রই মুক্তি পাবে অমিতাভ বচ্চনের 'চেহরে'। এই ছবিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছেন ইমরান হাসমি। পাইপ লাইনে রয়েছে আরও বেশ কয়েকটা ছবি। পরিচালক অয়ন মুখোপাধ্যায়ের 'ব্রহ্মাস্ত্র'-তে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন তিনি। এই ছবিটিও মুক্তির অপেক্ষায়।

উদ্বেগ বাড়াচ্ছে করোনা-সংক্রমণ ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,৫৮,৩০৬

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): উদ্বেগ বাড়িয়ে ভারতে বেড়েই চলেছে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যাও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বৃহস্পতিবার সারা দিনে ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৩ হাজার ২৮৫ জন, এই সময়ে ভারতে মৃত্যু হয়েছে ১১৭ জনের।

পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ১৫,১৫৭ জন করোনা-রোগী ভারতে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। ফলে শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ১,০৯,৫৩,৩০৩ জন করোনা-রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২৩,২৮৫ জন। ফলে ভারতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১৩ লক্ষ ০৮ হাজার ৮৪৬-এ পৌঁছে গিয়েছে।

শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১৫,১৫৭ জন। সুস্থতার তুলনায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই বেশি। ১১৭ বেড়ে ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৫৮,৩০৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ৯৭ হাজার ২৩৭ জন (১.৭৪ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে বেড়েছে ৮,০১১ জন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ২ কোটি ৬১ লক্ষ ৬৪ হাজার ৯২০ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ৪, ৮০,৭৪০ জনকে বিগত ২৪ ঘন্টায় কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

১৫ মার্চ ঝাড়গ্রামে সভা করতে আসবেন অমিত শাহ, প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

ঝাড়গ্রাম, ১২ মার্চ (হি. স.): ১৫ মার্চ স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ঝাড়গ্রামে সভা করতে আসবেন। তার আগে এদিন শুক্রবার এক প্রস্তুতি বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে অমিত সাহর জনসভার বিষয়ক একটি গুরুত্বপূর্ন বৈঠক করেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।সেই বৈঠকে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ উপস্থিত হয়েছিলেন।বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপি সভাপতি তুফান মাহাতো,ঝাড়গ্রাম বিধানসভার প্রার্থী সুখময় শতপথি,বিনপুর ও গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সহ জেলার গুরুত্বপূর্ন নেতৃত্ব।উপস্থিত ছিলেন জেলার সহপর্যবেক্ষক মনোজ পান্ডে।

এদিন বৈঠকের পর ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো, রাজ্য সম্পাদক জ্যোর্তিময় সিং মাহাতো, কেন্দ্রীয় সম্পাদক বিশ্বেসর টুডু,ঝাড়গ্রামের সাংসদ কুনার হেমরম প্রমুখ নেতৃত্ব অমিত সাহর সভাস্থল সার্কস ময়দান পরিদর্শনে যান। এবারের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর ঝাড়গ্রামের এই জনসভায় ষাট হাজার লোকের সমাগম হবে বলে দাবি করেছেন বিজেপির নেতৃত্ব।

উল্লেখ্য, ৯ ফেব্রুয়ারি লালগড়ের রথ যাত্রার উদ্বোধনে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা জেপি নাড্ডার জনসভায় বিজেপি ১ লক্ষ লোক আসবে বলে দাবি করেছিল।কিন্তু সেই সভা কার্যত ফাঁকাই ছিল।লোক হয়নি বলে ঝাড়গ্রাম শহরের সভা বাতিল করেছিল বিজেপি। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারি ঝাড়গ্রামের সার্কাস ময়দানে রাজ্য তৃণমূলের মহাসচিব,শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টপাধ্যায়, ছত্রধর মাহাতোদের উপস্থিতিতে ব্যাপক লোক সমাগম হয়েছিল।এবার ঝাড়গ্রামের সেই মাঠেই জনসভায় মাঠ ভরাতে মরিয়া বিজেপি।আর সভা সফল করতে এদিন গুরুত্বপূর্ন বৈঠক করে বিজেপি নেতৃত্ব।এদিন বৈঠক শেষে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ সংবাদ মাধমের সামনে বলেন "দেশের স্বরাষ্ট্র মাত্রী অমিত সহা নির্বাচনি প্রচার উপলক্ষে পনেরো তারিখ ঝাড়গ্রামে আসছেন।সভা আছে।তারই প্রস্তুতি বৈঠক ছিল।প্রার্থী ঘোষনার পর ঝাড়গ্রাম,বিনপুর,গোপীবল্লভপুরের প্রার্থীদের সাথে দেখা হল।"

নন্দীগ্রামে শুভেন্দু অধিকারীর উসকানি মূলক কথাবর্তার জন্য উত্তেজনা ছড়াচ্ছে এই অভিযোগের বিষয়ে দিলীপ বাবু বলেন "এই সব কথা তখন লোকে বলে যে হেরে যায় ভয় পায়।আমরা বলতাম যখন আমারা দূর্বল ছিলাম বলতাম আমাদের চমকাচ্ছে, ধমকাচ্ছ,আমাদের কেস দিচ্ছে। এখন ওরা বলছে এই সব কথা।তার মানে বোঝা যাচ্ছে কে দূর্বল আর কে সবল।আমাদের এইসব করার দরকার নেই।আমরা এতদিন মার খেয়েছি।কিন্তু আমরা আদর্শ নিয়ে আমারা কার্যপদ্ধতি অনুযায়ী সফল হয়েছি।লোক আমাদের সঙ্গে এসে গিয়েছে।যারা হেরে যাওয়ার ভয় করছে তারা এধরনের কথা বলছে।" কালো পতাকা নিয়ে মিছিল প্রসঙ্গে বলেন " এরপর তো মুখটাই হয়ে যাবে।কালো পতাকা নিয়ে কি হবে।"গোপীবল্লভপুর প্রার্থীর বিরুদ্ধে একটি পরকিয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে দিলীপ বাবু বলেন "এই সব পিছনের দিক দিয়ে হবে।রাজনৈতিক লড়াই করতে না পরে চরিত্র হনন করবে।কোন লাভ নেই মানুষ আমাদের সাথে আছে।ঝাড়গ্রামের চারটি আসেনে চার শূন্য হবে।"ঝাড়গ্রামে অমিত সাহর সাভায় কত লোক হতে পারে সেই বিষয়ে ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো বলেন " আমাদের সার্কস ময়দানের সভায় ষাট হাজার লোক হবে।"

রোগীর সংখ্যা বাড়ছেই, ভারতে ২২.৪৯-কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১২ মার্চ (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ২২.৪৯-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ জানিয়েছে, ১১ মার্চ সারা দিনে ভারতে ৭,৪০, ৩৪৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২২,৪৯, ৯৮,৬৩৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ফের বেড়েছে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। একধাক্কায় বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৮,০১১ জন। দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যাও উর্ধমুখী, তবে সুস্থতা স্বস্তি দিচ্ছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৫, ১৫৭ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা- আক্রান্ত ১, ৫৮,৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪০ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১১৭ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়েছে ১,০৯,৫৩,৩০৩ জন (৯৬.৮৬ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, ৮,০১১ জন বেড়ে এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৯৭,২৩৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১.৭৪ শতাংশ)।

মমতার চোটে বরফ দিয়েছিলেন রাতারাতি লটারিতে ভাগ্য বদল নন্দীগ্রামের সেই দোকানির

নন্দীগ্রাম, ১২ মার্চ (হি. স.) : বরফেই বদলে গেল ভাগ্য! নন্দীগ্রামে দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরফ দিয়ে দু'দিন ধরে খবর হচ্ছিলেন বিরুলিয়া বাজারে মাইতি মিষ্টির দোকানের মালিক নিমাই বাবু। এবার খবর হলেন একেবারে নগদ ৫০০০ টাকার পুরস্কার পেয়ে।

আচমকা এই পুরস্কার পেয়ে আহ্লাদে আটখানা নন্দীগ্রাম গত বুধবার সন্ধ্যেবেলা নন্দীগ্রামের বিরুলিয়া বাজারে কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় আচমকা পায়ে চোট পান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনাটি ঘটে মাইতি মিষ্টান্ন ভান্ডারের ঠিক সামনে। যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকা দিদিকে দেখে তড়িঘড়ি দোকানে ফ্রিজে থাকা বরফ বের করে দেন নিমাই মাইতি। মুহূর্তের মধ্যে বরফ জোগাড় হওয়াতে যন্ত্রণা থেকে কিছুটা মুক্তি পান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে কলকাতায় নিয়ে চলে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই মিষ্টির দোকানে সংবাদমাধ্যমের ভীড় উপচে পড়ে ছিল। মুখ্যমন্ত্রীর চোট পাওয়ার ঘটনাটি কিভাবে ঘটেছিল তা জানতেই নিমাইবাবু কে সারাদিন প্রশ্ন করে গেছেন সাংবাদিকরা। সন্ধ্যেবেলা লটারির টিকিট কাটেন। মুখ্যমন্ত্রীর নাম করেই টিকিটটা কেটে ছিলেন।

প্রিয় দিদিকে বরফ দেওয়ার পর এতবার টেলিভিশনের পর্দায় বহুবার দেখা গিয়েছিল নিমাইবাবুকে। রাতারাতি তিনি যেন সেলিব্রিটি বনে গিয়েছিলেন। তাই নিজের ভাগ্যের পরীক্ষা নিজে করতেই লটারি টিকিট কেটেছিলেন নিমাই মাইতি। অতীতে বেশ ক'বার এই টিকিট কাটলেও সেভাবে পুরস্কার না মেলায় টিকিট কাটা ছেড়েই দিয়েছিলেন হালফিলে।

শুক্রবার যেন মিরাক্কেল ঘটে গেল। আচমকা তাঁর ভাগ্য খুলে গেল। এক টাকা দু টাকা নয় গুনে গুনে ৫,০০০ টাকার পুরস্কার জিতলেন মাইতি মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক। নিমাইবাবু নিজেই বলছেন, দিদিকে বরফ দিয়েই তার ভাগ্য ফিরেছে। তাই লটারি পুরস্কার খরচ করবেন না তিনি। এই ৫ হাজার টাকা কী করবেন? নিমাইবাবুর স্পষ্ট জবাব, দিদি ফের মুখ্যমন্ত্রী হলেই এই টাকায় নন্দীগ্রামের প্রত্যেক মানুষকে মিষ্টি খাওয়াবো।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।